RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

হাতি সাফারিতে অনলাইন বুকিং শুরু

পৃষ্ঠা-৭

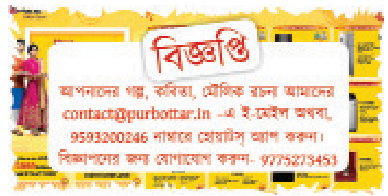

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ১৯, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর- ২ অক্টোবর, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 29, Issue: 19, Cooch Behar, Friday, 19 September - 2 October, 2025, Pages: 12, **Rs. 3**

স্মৃতিচারণে নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ১৮ই সেপ্টেম্বর, দিনটিকে কোচবিহার শহর গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরকে - প্রয়াণের ১১৪ বছর পরেও যাঁর অবদান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অনুপ্রেরণা জোগায়। তিনি কেবল রাজা ছিলেন না, ছিলেন এক প্রগতিশীল চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষা অনুরাগী শাসক।

তাঁর শাসনকালেই কোচবিহারে সূচনা হয় আধুনিক শিক্ষার, বিশেষত নারীশিক্ষার বিকাশে তিনি পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা। একই সঙ্গে বিচারব্যবস্থা, প্রশাসনিক সংস্কার ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তাঁর অবদান আজও স্মরণীয়। প্রজাদের সুখ-দুঃখে পাশে থাকা মানবিক শাসক হিসেবে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক নতুন শাসকের আদর্শ।

সাগরদিঘিপাড়ে তাঁর মূর্তিতে এদিন মাল্যদান করেন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। সেই সঙ্গে উঠে আসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের কথা—শিক্ষা, ন্যায়, মানবিকতা ও সংস্কারের পথে এক অগ্রদূতের পরিচয়।

পূর্বোত্তরের অফিস ঘরে বিশ্বকর্মা পুজো।

নারী নিরাপত্তায় ‘উইনার্স’ স্কোয়াড

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: শহরের নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট। সম্প্রতি ‘উইনার্স’ নামক একটি বিশেষ মহিলা পুলিশ স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে, যারা শহরের গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এলাকায় নিয়মিত টহলদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

এই বিশেষ ইউনিটটি শুধু নিরাপত্তারক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের মধ্যে সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর কাজেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। স্কুল, কলেজ, বাজার, পার্ক, বাসস্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন জায়গায় এই স্কোয়াডের উপস্থিতি নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি নারী-সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে এই উদ্যোগটি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ‘উইনার্স’ স্কোয়াডের সদস্যারা শুধু টহলই দিচ্ছেন না, পাশাপাশি স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শুনছেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তাও করছেন।

নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারে নতুন মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কাঠমান্ডু: নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই সূচিত হল এক নতুন অধ্যায়। রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেল অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব তুলে দিলেন দেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশিলা কার্কির হাতে। ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন কার্কি।

এ নিয়োগ শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমঝোতার ফল নয়, বরং এটি জেনারেশন জেড (জেন জি) প্রজন্মের ঐতিহাসিক আন্দোলনের একটি বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সোচ্চার ছিল দেশের তরুণ প্রজন্ম। এই প্রেক্ষাপটেই সামনে আসে সুশিলা কার্কির নাম। বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার একাধিক সাহসী রায় তাকে জনমানসে ভিন্ন মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। বিশেষ করে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা লোকমান সিং কার্কির নিয়োগ বাতিল এবং সুদ্দাল কেলেঙ্কারির মতো আলোচিত মামলার রায় তাঁকে ন্যায় ও নৈতিকতার প্রতীকে পরিণত করে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা যখন চরমে, কেপি শর্মা ওলির পদত্যাগের পর নেতৃত্বের অভাবে দেশ যখন অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখনই বিকল্প মুখ হিসেবে জোরালোভাবে উঠে আসে কার্কির নাম।

জেন জি আন্দোলনের ভার্চুয়াল বৈঠক ও অনলাইন জরিপে ব্যাপক সমর্থন পেয়েই তাকে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন করা হয়।

পুজোর আগে স্কুলে বিশেষ মিড-ডে-মিল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সম্প্রতি পুজোর আগেই ছোট্ট পড়ুয়াদের মুখে হাসি ফোটাতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিল কোচবিহারের সারদামণি হাইস্কুল। মিড-ডে-মিলে পরিবেশন করা হল বিশেষ মেনু — পোলাও, মাংস, স্যালাড ও পাপড় ভাজা। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের শুরুতে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৯। তবে বর্তমান প্রধান শিক্ষক মঈনুদ্দিন চিশতীর নিরলস প্রচেষ্টায় সেই চিত্র বদলাতে শুরু করে। তিনি নিজে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন, বোঝান শিক্ষার গুরুত্ব। এর ফলেই বর্তমানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২-এ।

বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা বলেন, “সারা বছর মিড-ডে-মিলের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা খাবার পায় ঠিকই, তবে পুজোর আগে একটু বিশেষ কিছু করার ইচ্ছে থেকেই এই আয়োজন। পড়ুয়াদের হাসিমুখই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।”

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী শিঞ্জিনী ঘোষ আনন্দ প্রকাশ করে বলে, “আমাদের স্কুলে মাসে চারদিন মাংস খাওয়ানো হয়। কিন্তু পুজোর আগে পোলাও, মাংস, স্যালাড, পাপড় ভাজা দিয়ে মিড-ডে-মিল পেলাম। খুব ভালো লেগেছে।”

পুজোয় ভ্রমণপ্রেমীদের ‘হট ফেভারিট’ আলিপুরদুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে যাচ্ছে ডুয়ার্সের জঙ্গল। আলিপুরদুয়ার, জলদাপাড়া, চিলাপাতা ও বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে মিলবে হাতি ও জিপ সাফারির সুযোগ। বর্ষার পর সবুজে মোড়া ডুয়ার্স এবার প্রস্তুত পুজোর পর্যটন ভিড় সামলাতে। বুকিং ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

সাফারি ছাড়াও এইবছর আলিপুরদুয়ারের পর্যটন মানচিত্রে যুক্ত হয়েছে একাধিক নতুন আকর্ষণ। ভুটান সীমান্তের লঙ্কাপাড়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত ‘বনছায়া’ গ্রাম, সদ্য খোলা ৭৮ ফুট উঁচু ‘গ্লাস টাওয়ার’ এবং রাজ্যের একমাত্র ‘বইগ্রাম’—সব মিলিয়ে আলিপুরদুয়ার হয়ে উঠেছে পুজোর ‘ট্র্যাভেল হটস্পট’।

বিশেষ নজর কাড়ছে লঙ্কাপাড়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক। বীরপাড়া থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে, ভুটান সীমান্তের জিরো পয়েন্টে অবস্থিত এই পার্কের

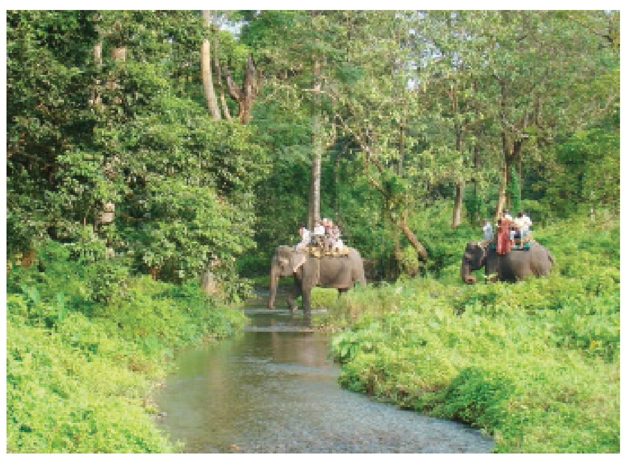

সামনে ভুটান পাহাড়, পাশে তিথি নদী আর চারপাশে ঘন জঙ্গল। পাখির কলতানে মুখরিত এই জায়গা প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য স্বর্গ।

তালিকায় রয়েছে ‘বনছায়া’ গ্রাম, যেখানে তৈরি হয়েছে ১০টি সরকারি অনুমোদিত হোম স্টে। স্থানীয় আদিবাসী ও নেপালি শিল্পীরা লোকসংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে পর্যটকদের স্বাগত জানাবেন। রায়মাটাং নদীর ধারে এই নির্জন গ্রাম থেকে জয়গাঁ হয়ে ফুন্টশেলিং ভ্রমণের সুযোগও থাকছে। পর্যটকদের গাইড হিসেবে থাকবেন স্থানীয় মহিলারা—এটিও রাজ্যের পর্যটন উদ্যোগের অন্যতম নতুন দিক।

আরও এক নতুন সংযোজন, ৭৮ ফুট উঁচু ‘গ্লাস টাওয়ার’, আলিপুরদুয়ার শহর থেকে মাত্র সাত কিলোমিটার দূরে। ইস্পাত ও কাচের এই টাওয়ারের উপরে রয়েছে কাচের প্ল্যাটফর্ম, টেলিস্কোপ, দোলনা ও সেলফি জোন। এখান থেকেই দেখা যাবে বক্সার জঙ্গল, ভুটান পাহাড় ও আলিপুরদুয়ার শহরের অপরূপ সৌন্দর্য।

এছাড়া রয়েছে পানিঝোরা বইগ্রাম, রাজ্যের একমাত্র বই-ভিত্তিক গ্রাম, যা আলিপুরদুয়ার জেলা শহর থেকে মাত্র নয় কিমি দূরে। বইপড়ুয়াদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে এক অনন্য গন্তব্য।

সব মিলিয়ে এবারের পুজোয় আলিপুরদুয়ার শুধু প্রকৃতিপ্রেমীদের নয়, সংস্কৃতি ও কৌতূহলী পর্যটকদের কাছেও হয়ে উঠতে চলেছে এক অন্যতম গন্তব্য। বন, পাহাড়, নদী, লোকসংস্কৃতি ও আধুনিক পর্যটন সুবিধার সংমিশ্রণে আলিপুরদুয়ার নিঃসন্দেহে এই বছরের পুজোর পর্যটন তালিকার ‘হট ফেভারিট’।

গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষা ও নারী সুরক্ষার দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে এআইডিএসও-র তিন নেতা-কর্মীর গ্রেপ্তার ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল শিলিগুড়ি। ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুপুরে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (এআইডিএসও)-এর ডাকে বাঘাযতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় এক ছাত্র সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল।

সংগঠনের অভিযোগ, গত ৩১ অগাস্ট বাগডোগরা থানার পুলিশ শাসকদলের মদতে অপহরণের মিথ্যা মামলায় তাদের কর্মীদের ফাঁসিয়ে গ্রেপ্তার করেছে। সমাবেশ থেকে দাবি ওঠে, গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনকে দমন করতেই এই ধরনের প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও-র রাজ্য সভাপতি সহ একাধিক ছাত্রনেতা। তাঁরা জানান, শিক্ষার বেসরকারিকরণ এবং নারী সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ছাত্র সমাজের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। আর সেই কারণেই সরকার ও শাসকদল প্রশাসনকে ব্যবহার করে তা দমন করতে চাইছে।

সমাবেশ শেষে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় একটি বিক্ষোভ মিছিলও বের হয়। এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে দ্রুত গ্রেপ্তারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে।

বাতাসুরকুঠিতে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা, উদ্বেগে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: কোচবিহার জেলার দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের বামনহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাতাসুরকুঠি এলাকায় ডেঙ্গুর প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। ইতিমধ্যেই ওই এলাকায় সাতজনের শরীরে ডেঙ্গি সংক্রমণ ধরা পড়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। আক্রান্তদের মধ্যে কয়েকজন বাড়িতে চিকিৎসাধীন থাকলেও, বাকিরা বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি রয়েছেন।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন ও স্বাস্থ্যদপ্তর একযোগে কাজ শুরু করেছে। দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নিতিশ তামাং জানান, "বাতাসুরকুঠিতে বাইকিং প্রচার চলছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে ওই এলাকায় একটি অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্পেরও আয়োজন করা হয়েছে।" তিনি আরও জানান, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এলাকায় জমে থাকা নোংরা জল ও আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে।

বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ মিরাজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, "প্রতিদিনই স্বাস্থ্য শিবির চলছে। বেশ কিছু মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ছ' থেকে সাতজন জ্বরে আক্রান্ত। তাদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। রিপোর্ট এলে নিশ্চিত হওয়া যাবে তাঁরা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত কিনা।" তিনি জানান, পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত স্বাস্থ্য শিবির চালু থাকবে।

এদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের ডোবা, অলিগলি ও নালা-নর্দমায় জমে থাকা নোংরা জলই এই সংক্রমণের মূল উৎস। তাদের দাবি, "প্রশাসনের তরফ থেকে যেন দ্রুত মশার প্রজনন কেন্দ্রগুলিতে স্প্রে করা হয় এবং সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়।"

পরিস্থিতি যত দ্রুত সম্ভব নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, সেই আশাতেই দিন গুনছেন বাতাসুরকুঠির সাধারণ মানুষ।

শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পুরসভার 'জিরো গার্বেজ' প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে রাখার লক্ষ্যে 'জিরো গার্বেজ' প্রকল্পের অধীনে এক নতুন পদক্ষেপ নিল শিলিগুড়ি পুরসভা। ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শহরে পাঁচটি অত্যাধুনিক ট্রাক্টরের উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব। সবুজ পতাকা নেড়ে এই ট্রাক্টরগুলির যাত্রা শুরু করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার জঞ্জাল দপ্তরের মেয়র পরিষদ মানিক দে-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

মেয়র জানান, মোট ৫৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এই ট্রাক্টরগুলি কেনা হয়েছে। আসন্ন দুর্গাপুজার আগে শহরকে আরও পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, প্রতিটি ওয়ার্ডে জঞ্জাল অপসারণের কাজ আরও দ্রুত ও কার্যকরীভাবে সম্পন্ন করতেই এই নতুন যন্ত্রপাতি যুক্ত করা হয়েছে।

মেয়র গৌতম দেব বলেন, "আমাদের লক্ষ্য শহরকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্য-মুক্ত করা। সেই লক্ষ্যেই একের পর এক আধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত করা হচ্ছে পুরসভার পরিষেবা ব্যবস্থায়। এই পাঁচটি নতুন ট্রাক্টর সেই ধারাবাহিকতারই অংশ।"

নিখোঁজ যুবক উদ্ধার, পুলিশের মানবিক ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন

গোপালনগর: গত ১৫ সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে গোপালনগরের সাতবেড়িয়া এলাকায় এক যুবককে ইতস্ততভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ জাগে স্থানীয় বাসিন্দাদের। স্থানীয়দের তরফে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোপালনগর থানার পুলিশ। পুলিশ ওই যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে যুবকটি মানসিক ভারসাম্যহীন বলেই মনে হয়। এরপর তাঁর ছবি জেলার বিভিন্ন থানায় পাঠানো হয় সঠিক পরিচয় জানার উদ্দেশ্যে।

শেষমেশ, ছবির ভিত্তিতে যুবককে শনাক্ত করেন মালদা জেলার ইংরেজবাজার এলাকার বাসিন্দা রাজু সাহা। জানা যায়, উদ্ধার হওয়া যুবকের নাম ইন্দ্রজিৎ সাহা, বয়স ২৪। চলতি মাসের ১৩ তারিখ রাজু সাহা ছেলের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ইংরেজবাজার থানায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিবারের তরফে পরিচয়পত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখানোর পর ইন্দ্রজিৎকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশের মানবিক ভূমিকায় খুশি ইন্দ্রজিতের পরিজনেরা।

ফের খাঁচায় আটক চিতাবাঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন

নাগরাকাটা: নাগরাকাটার জলঢাকা আল্টাডাঙ্গা চা বাগানে গত এক সপ্তাহ ধরে আতঙ্ক ছড়ানো চিতাবাঘকে অবশেষে খাঁচাবন্দি করতে সক্ষম হল বন দপ্তর। গত ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিমুলবাড়ি সেকশনে ছাগলকে টোপ হিসেবে রেখে খাঁচা পাতার মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়ে ওই চিতাবাঘটি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাবাগানের পাশের খুদিরডাঙ্গা গ্রামে এক সপ্তাহ ধরে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল চিতাবাঘটি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ইতিমধ্যেই কয়েকটি ছাগল তুলে নিয়ে গিয়েছে চিতাবাঘটি। আতঙ্কে সন্ধ্যার পর চা বাগানের শ্রমিকেরা ঘর থেকে বের হতেও ভয় পাচ্ছিলেন।

চিতাবাঘ ধরা পড়ার খবর পেয়ে বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং যথাযথ নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

'শিক্ষারত্ন' সম্মান পেলেন প্রদীপ চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন

রাজগঞ্জ: শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'শিক্ষারত্ন সম্মাননা ২০২৫'-এ ভূষিত হলেন সাহুডাঙ্গি হাট পিকে রায় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ চৌধুরী। চলতি মাসের ৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়।

এই গৌরবময় প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও প্রাক্তনীরা। প্রধান শিক্ষককে ফুল ও স্মারক তুলে দিয়ে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

উচ্ছ্বাসে ভরা অনুষ্ঠানে প্রদীপবাবু বলেন, "এই শুধু আমার ব্যক্তিগত প্রাপ্তি নয়, আমাদের বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রাক্তনীর যৌথ পরিশ্রমের ফসল। এই সম্মান আসলে আমাদের সবার।"

উত্তরের দিশারির বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন

নকশালবাড়ি: শারদোৎসবের প্রাক্কালে সম্প্রতি উত্তরের দিশারির উদ্যোগে নকশালবাড়ি সংলগ্ন মেরি ভিউ চা-বাগানে অনুষ্ঠিত হল 'নব আনন্দে জাগো' কর্মসূচি। চা-বাগানের প্রায় ১৩০ জন মহিলা শ্রমিকের হাতে নতুন পোশাক তুলে দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মেরি ভিউ টি এস্টেটের ম্যানেজার সুরজিৎ গোস্বামী, এস্টেট কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সন্দীপ মিশ্র, উত্তরের দিশারির পরামর্শদাতা তমাল গুহ, কার্যকরী সভাপতি ডঃ অনুপম মুখার্জী, সম্পাদক পিনাকী সরকার ও সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা।

উপস্থিত বক্তারা জানান, "শারদোৎসব শুধুমাত্র শহরের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়। চা-বাগান এলাকার শ্রমজীবী মানুষদের মাঝেও এই আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।"

উল্লেখ্য, উত্তরের দিশারি দীর্ঘদিন ধরেই সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে চলেছে। 'নব আনন্দে জাগো' ছিল তারই একটি সার্থক প্রকাশ।

স্বেচ্ছাসেবিকার অভিনব উদ্যোগ, জল অপচয় রোধে নিজেই বসালেন কল!

নিজস্ব প্রতিবেদন

ময়নাগুড়ি: জল সঙ্কটের কথা আমরা বহুবার শুনেছি, কিন্তু নিজের উদ্যোগে তা রোধ করতে এগিয়ে এসেছেন এমন মানুষ খুবই কম। এই দুর্লভ দৃষ্টান্ত গড়ে তুলেছেন ময়নাগুড়ির স্বামী বিবেকানন্দ হ্যান্ডিক্যাপ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের স্বেচ্ছাসেবিকা স্বপ্না সরকার। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির একাধিক এলাকায় রাস্তার ধারে থাকা জলের কলগুলিতে প্যাচ না থাকায় প্রতিনিয়ত প্রচুর জল অপচয় হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছিল।

এই সমস্যাকে সামনে রেখেই স্বপ্না দেবী নিজ উদ্যোগে দু'টি লোহার কল কিনে তা বসিয়ে দেন দেবীনগরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কামারপাড়া কালীবাড়ি এলাকায় এবং ৪ নম্বর ওয়ার্ডে। উদ্দেশ্য একটাই — 'জলের অপচয় রোধ করতে হবে এখনই, নইলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জল পাবে না।'

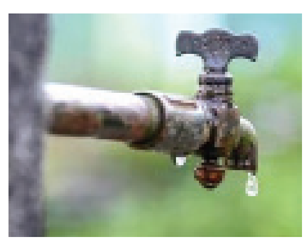

তিনি আরও জানান, "সব কিছুই পঞ্চায়েত বা পুরসভার উপর ছেড়ে দিলে হবে না। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদের এলাকায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। সমাজের প্রতি প্রত্যেক মানুষের কিছু দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ববোধ থেকেই এই কাজ করেছি।"

ভবিষ্যতে আরও একাধিক এলাকায় একই ধরনের কল বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে স্বপ্নার। ইতিমধ্যেই তিনি ময়নাগুড়ি আইসিআইসিআই ব্যাংকের উল্টো পাশের এলাকাতেও জলের অপচয় রোধে কাজ শুরু করেছেন। তবে এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে কিছু অর্থের প্রয়োজন হয় বলেও জানান তিনি। তাই সমাজের সহৃদয় মানুষদের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

পুজোর মুখে বন্ধ তিন চা বাগান, সংকটে শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: ফের পুজোর মুখে হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গেল তিন চা বাগান। কর্তৃপক্ষ বিনা নোটিশে রাতের অন্ধকারে বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ায় চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন কয়েক হাজার শ্রমিক। বানারহাট ব্লকের অধীন রেডব্যাংক, সুরেন্দ্রনগর ও চামুর্চি—এই তিনটি চা বাগান হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তিনটিই একটি নির্দিষ্ট বেসরকারি সংস্থার মালিকানাধীন। শ্রমিকদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ কোনও পূর্বঘোষণা ছাড়াই গত ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে বাগান ছেড়ে পালিয়ে যায়। শুক্রবার সকাল থেকে বাগানগুলির ফ্যাক্টরি গেটের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভে সামিল হন শ্রমিকেরা।

বাগানগুলিতে একাধিক পাক্ষিক মজুরি বকেয়া ছিল বলেও জানা গিয়েছে। সামনে উৎসব, তার আগে বোনাসের দাবিও ছিল শ্রমিকদের। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেই দাবি মেটানো তো দূরের কথা, তাদের সাথে কোনও আলোচনাতেও বসেননি। এরইমধ্যে ঘটে গেল রাতারাতি বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা।

ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে চামুর্চি চা বাগানের শ্রমিকেরা ভারত-ভুটান সীমান্ত সড়ক অবরোধ করেন। অন্যদিকে, রেডব্যাংক চা বাগানের শ্রমিকেরা অবরোধ করেন বানারহাট থেকে চালসাগামী জাতীয় সড়ক।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চা বাগান খোলা রাখার বার্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সফর শেষ হতেই এই তিনটি বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। তাঁর দাবি, "যখনই মুখ্যমন্ত্রী বা তৃণমূল নেতৃত্ব উত্তরবঙ্গে আসেন, চা বাগান খোলা থাকে। কিন্তু তাঁরা ফিরে গেলেই ফের বাগান বন্ধ হয়ে যায়। আমরা আগেই আশঙ্কা করেছিলাম, এবার সেই আশঙ্কাই সত্যি হল।"

তবে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি জেলা প্রশাসন।

জেলা সভাপতির শিবির পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'— রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগের সরাসরি সমাধানে সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই শিবির। ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার কোচবিহার শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে একটি শিবির পরিদর্শন করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক।

শিবির ঘুরে দেখে অভিজিতবাবু জানান, "এই প্রকল্পটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ঐতিহাসিক পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সরাসরি উপকৃত হচ্ছেন। আমরা দেখছি, প্রচুর মানুষ শিবিরে এসে তাঁদের সমস্যার কথা বলছেন এবং প্রস্তাব দিচ্ছেন। প্রশাসনও সেগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে।"

তিনি আরও বলেন, "শাসক দল হিসেবে মানুষের পাশে থাকা আমাদের দায়িত্ব। এই ধরনের উদ্যোগে আমরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছি।"

কৃষকদের স্বার্থে স্মারকলিপি পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কৃষকদের স্বার্থে একগুচ্ছ দাবিতে কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিল সারা ভারত কৃষক ক্ষেতমজুর সমিতি। ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সংগঠনের সদস্যরা প্রথমে শহরের রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল করেন এবং পরে জেলা প্রশাসকের দফতরে স্মারকলিপি পেশ করেন।

মিছিলের নেতৃত্ব দেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক মানিক বর্মন। শহরের প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে মিছিলটি জেলা প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছায়।

সংগঠনের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে — ভোটার তালিকার নিবিড় সমীক্ষা বাতিল, কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ ও কার্যকর করা, সারের কালোবাজারি রুখে সরকার নির্ধারিত এমআরপি-তে সার বিক্রির ব্যবস্থা, স্মার্ট মিটার বাতিল করে পুরনো ডিজিটাল মিটার পুনঃস্থাপন, কৃষকদের জন্য সুলভ মূল্যে সার, বীজ ও কীটনাশক সরবরাহ, প্রতিটি ব্লকে হিমঘর স্থাপন।

স্মারকলিপিতে আরও দাবি করা হয়েছে, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ওপর অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করছে স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা। কৃষকদের স্বার্থে এই ব্যবস্থা বাতিল করা অত্যন্ত জরুরি।

সংগঠনের দাবি, সরকার যদি কৃষকদের ন্যায্য দাবি মেনে না নেয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা।

ফসল নষ্টের নেপথ্যে কে? আতঙ্কে কৃষক

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের ভানুকুমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এমএলএ স্কুলপাড়া এলাকায় ১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ভোররাতে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। অজানা দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে নষ্ট হয়ে গেল এক কৃষকের ঋণের টাকায় ফলানো লাউয়ের ফসল।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক মহাদেব দত্ত জানিয়েছেন, "ঋণ নিয়ে লাউ চাষ করেছিলাম। সারা বছরের আশা ছিল এই ফসলেই। কিন্তু রাতের অন্ধকারে সব শেষ হয়ে গেল। প্রায় দেড়শো লাউ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে দিয়েছে। মাথায় হাত পড়েছে পরিবারের।"

প্রায় আধা বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন তিনি। গ্রামবাসীদের দাবি, এমনিতেই চাষবাসে লোকসানের আশঙ্কা থাকেই, তার ওপর যদি রাতের অন্ধকারে কেউ ফসল নষ্ট করে দেয়, তবে ভবিষ্যতে কৃষকরা চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন।

ঘটনার জেরে থানায় অভিযোগ জানাতে তৎপর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক। তবে কারা, কি উদ্দেশ্যে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে তা স্পষ্ট নয়। গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, "এই ধরনের অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। না হলে ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।"

স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্রের আঘাত

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থানার মারুগঞ্জে। জখম স্ত্রীকে হাসাপাতালে নিয়ে যান স্বামী। সেখানেই তিনি স্বীকার করেন পারিবারিক অশান্তির জেরেই ওই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি। খবর পেয়ে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

উধাও ডেকোরেটার, মাথায় হাত পুজো কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: পুজোর মুখে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেলেন কলকাতার এক ডেকোরেটার ও তাঁর কর্মীবৃন্দ। এর জেরে চরম সমস্যায় পড়েছে বিগ বাজেটের পুজোর পরিকল্পনায় থাকা মালদার ইংরেজবাজারের একাধিক পুজো কমিটি।

ইংরেজবাজারের কল্যাণ সমিতি, দিলীপ স্মৃতি সংঘ এবং হিমালয় সংঘ—এই তিনটি পুজো কমিটি প্যান্ডেল তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিল কলকাতার সুদীপ্ত পাল নামক এক ডেকোরেটার ব্যবসায়ীকে। অভিযোগ, কাজ অর্ধেক করে হঠাৎই সমস্ত কর্মী নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। ফোন বন্ধ, এমনকি যে হোটেলে তাঁরা অবস্থান করছিলেন, সেখান থেকেও রাতারাতি চেকআউট করে চলে গিয়েছেন বলে হোটেল সূত্রের খবর।

কল্যাণ সমিতির এক সদস্য বলেন, "আমরা সব টাকা আগাম দিইনি ঠিকই, কিন্তু অনেকটা কাজ হয়ে গিয়েছে বলে পরবর্তী কিস্তির টাকাও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এখন সব কাজ মাঝপথে আটকে।"

এই ঘটনার জেরে বাধ্য হয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কুনকি হাতিদের বিশেষ পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবার বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের চিত্র ছিল একেবারেই ব্যতিক্রমী। যন্ত্রপাতির পাশাপাশি এদিন সম্মান জানানো হল উদ্যানের অমূল্য সম্পদ — কুনকি হাতিদের। বন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ পুজো। এদিন সকালে কুনকি হাতি মৈনাক, শ্রীকান্ত, শ্রীনিবাস, ললিতা, মাতঙ্গিনী ও মেনকাকে স্নান করিয়ে ফুল-মালা ও রঙে সাজানো হয়। তারপর সম্পূর্ণ ধর্মীয় আচার মেনে শুরু হয় তাদের পুজো। পুজো শেষে কলা, নারকেল, আখ ও অন্যান্য ফল দিয়ে ভোগ খাওয়ানো হয় প্রিয় এই হাতিদের।

বনকর্মীদের মতে, এই হাতিরা শুধু পর্যটকদের সাফারির সঙ্গীই নয়, বরং বন পাহারা, বন্যপ্রাণ রক্ষা এবং উদ্ধার অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই তাদের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় প্রতিবছর এই পুজোর আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, "এই পুজো আমাদের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। হাতিরা না থাকলে জঙ্গল নিরাপদ থাকত না, আর পর্যটনও এতদূর এগোত না।"

পর্যটকরাও এই উদ্যোগে মুগ্ধ। তাঁদের মতে, "জলদাপাড়ার হাতি পুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং মানুষ ও প্রাণীর সহাবস্থানের এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ।"

২০০ বছরের ঐতিহ্যে ভাস্বর শিবনারায়ণপুরের সাবেকি দুর্গাপূজা

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা ঘিরে বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে গড়ে উঠেছে নানা প্রথা, বিশ্বাস ও গল্প। তেমনই এক অভিনব দৃষ্টান্ত গড়ে তুলেছে মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানার অন্তর্গত শিবনারায়ণপুর গ্রামের সর্বজনীন দুর্গাপূজা। আনুমানিক ২০০ বছর ধরে একচালার সাবেকি আকারেই এখানে চলছে দুর্গাপূজা, যা আজও ধারণ করে আছে ঐতিহ্যের ধারা।

এই পূজায় নেই কোনো আধুনিক থিম, চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা বা বিশাল প্যান্ডেল। বরং এখানকার মণ্ডপে স্পষ্ট সাবেকিয়ানার ছাপ— ঢাকের বোল, পুরোহিতের শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ আর পরম ভক্তির সঙ্গে চলে প্রতিদিনের আচারবিধি।

এক পূজা উদ্যোক্তা জানিয়েছেন, পাশের গ্রাম হারিয়াগড় থেকে আনা পবিত্র মাটি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই মন্দির। সেই ঐতিহ্য মেনেই আজও চলে পুজোর আয়োজন। সপ্তমী থেকে দশমী—প্রতিদিনই এখানে পালিত হয় পাঁঠাবলি। পাশাপাশি, চারদিন ধরে পাঁঠার মাংসের ভোগ নিবেদন করা হয় মা দুর্গাকে।

গ্রামের বাইরে কর্মরত মানুষরাও চেষ্টা করেন পুজোর ক'টা দিন গ্রামে উপস্থিত থাকতে। সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত মায়ের মন্দিরের চত্বরে তিল ধারণের জায়গা থাকে না— এমনটাই জানান স্থানীয়রা।

সৌন্দর্যের বাহুল্যে নয়, ভক্তির ঐতিহ্যে ভর করেই দুই শতাব্দীর পুরনো এই দুর্গাপূজা আজও জীবন্ত এক নিদর্শন হয়ে আছে বাংলার সংস্কৃতির মাঝে।

বেআইনি বাজি বিক্রির বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: পুজোর আগেই শহরে বেআইনি বাজি বিক্রির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় দিনবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি লাইসেন্সবিহীন বাজির দোকান থেকে বিপুল পরিমাণ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দোকানে বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই বাজি বিক্রি হচ্ছিল। যদিও দোকানের মালিকের দাবি, "আমরা কোনও রকম নিষিদ্ধ শব্দবাজি রাখিনি। দোকানে যা ছিল সবই গ্রিন ক্র্যাকার্স। এগুলোর উৎপাদন ও বিক্রি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক অনুমোদিত।" তিনি আরও বলেন, "২০২২ সাল থেকে নতুন করে বাজির লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ। পুরনো লাইসেন্স নবীকরণও হচ্ছে না। এই অবস্থায় গ্রিন ক্র্যাকার্স বিক্রি করাই আমাদের একমাত্র বিকল্প।"

অভিযান নিয়ে কোতোয়ালি থানার এক আধিকারিক জানান, "শহরে বেআইনি বাজি বিক্রির বিরুদ্ধে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। লাইসেন্স ছাড়া বাজি বিক্রি আইনত দণ্ডনীয়। এই ধরনের দোকানগুলির বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"

উল্লেখ্য, শারদ উৎসবের আগে শব্দবাজি ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের তরফে প্রতি বছরই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই পরিবেশ-বান্ধব গ্রিন ক্র্যাকার্স ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

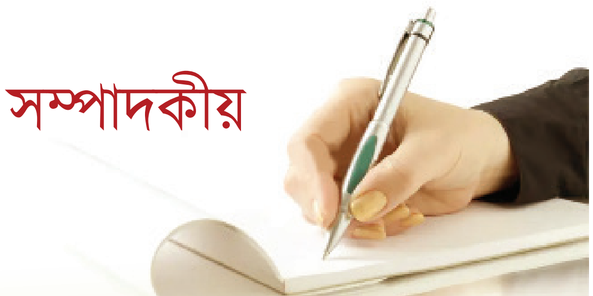

শিক্ষায় কাটবে কী সঙ্কট?

অবশেষে শেষ হল স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা। এবারে নিয়োগের পালা। কে থাকবেন, আর কে যাবেন তা ভবিষ্যৎ বলবে। যোগ্য শিক্ষকরা নিজেদের চাকরি অক্ষত রাখতে পারবেন কী না, সে উত্তরও দেবে ভবিষ্যৎ। তা নিয়েই এখন প্রহর গোনার পালা। এবারে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল জোরদার। দাগি'শিক্ষকরা - মানে যাদের নাম রয়েছে দুর্নীতিগ্রস্তদের তালিকায়, তারা যাতে কোনও ভাবে পরীক্ষা দিতে না পারে তা নিয়ে নির্দেশ ছিল আদালতের। সেই দাগি'দের আটকানো এবারে প্রশাসনের কাছে ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। এতসবের মধ্যেও কিছু প্রশ্ন উঠেছে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির সামনে। যোগ্য শিক্ষকদের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, যোগ্য হওয়ার পরেও কেন তাঁদের পরীক্ষায় বসতে হবে। কেউ কেউ এবারে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগের উপরে জোর দেওয়ার সওয়াল করেছেন। ছাব্বিশ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়া নিয়ে রাজ্যের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠে এসেছে। দীর্ঘসময় বহু স্কুলে সঠিকভাবে পড়াশোনা হয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি এখনও যে খুব একটা ভালো তা নয়। বলা চলে এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সরাসরি ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। স্কুল সার্ভিস কমিশনের এবারের পরীক্ষা এই পরিস্থিতি কী কাটাতে পারবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক ঃ সন্দীপন পণ্ডিত

কার্য্যকারী সম্পাদক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক ঃ কঙ্কনা বাগো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, রাহুল রাউত

ডিজাইনার ঃ সমরেশ বসাক

বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়

জনসংযোগ আধিকারিক ঃ মিঠুন রায়

ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা ভারতীয় নৃত্যের রূপান্তর

শুভজিৎ চক্রবর্তী
বিশিষ্ঠ নৃত্যশিল্পী, দিনহাটা

নৃত্য-গীত-বাদ্যের সমন্বয়ে যে সঙ্গীতের কথা ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে লিখে গিয়েছিলেন, সেই ভারতীয় সংস্কৃতিতে আজ মিশেছে পশ্চিমাসংস্কৃতি। ভারতীয় নৃত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের আটটি প্রধান ধরণ রয়েছে - ভরতনাট্যম, কত্থক, ওড়িশি, কথাকলি, মণিপুরী, কুচিপুড়ি, মোহিনীয়াট্টম, সাত্রিয়ানৃত্য। সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি বা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রচেষ্টায় শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পীদের প্রশিক্ষণ ও প্রচারে এই নৃত্যের জনপ্রিয়তা বজায় থাকলেও, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শাস্ত্রীয় নৃত্য শেখার আগ্রহ কমছে। কারণ, এই শিল্প আত্মস্থ করতে যথেষ্ট সময় এবং কঠোর শৃঙ্খলা প্রয়োজন। অন্যদিকে, আধুনিকীকরণ ও পশ্চিমাসংস্কৃতির সংমিশ্রণে শুধুমাত্র ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যই নয়, লোকনৃত্যও তার মৌলিকতা হারাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। কিছুদিন আগেই এক জনপ্রিয় রিয়েলিটি শোতে ভরতনাট্যমের পোশাক পরে বলিউড গানে নৃত্য পরিবেশন করতে দেখা যায় দুই তরুণ শিল্পীকে। তা নিয়ে সমাজমাধ্যমে যথেষ্ট বার্তালাপ হয়। প্রথিতযশা শিল্পীরাও এর প্রতিবাদ করেন। তবে, এই আলাপ-আলোচনা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে কতটা ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছে তা বোঝা দুষ্কর। তবে, বিশ্বমঞ্চে ভরতনাটম্যের মতো জনপ্রিয় শৈলীর পরিবেশন অন্যদিকে, কুচিপুড়ি মতো নৃত্যের ঘরানা থেকে না বের হওয়ার মতো দৃষ্টান্ত, ভারতীয় শিল্পের সহজতা ও কঠোরতা উভয়কেই প্রকাশ করে। একটু ইতিহাস ঘেটে দেখলে বোঝা যাবে ভারতীয় নৃত্য চিরকালই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এখানে ভরতনাট্যমের কথাই তুলে ধরা যাক।

আমাদের এখনকার জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত ভরতনাট্টমের পূর্বসূরি ছিল সাদিরনাট্টম। এটি দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জর অঞ্চলে প্রথম সৃষ্টি হয়। যা ঐতিহ্যবাহী দক্ষিণ ভারতের নৃত্যশৈলী। এটি প্রাচীনকাল থেকেই দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিতে দেবদাসীদের দ্বারা পরিবেশিত হত। সঙ্গমসাহিত্যেও আমরা এর উল্লেখ পাই। রাজশাসনকালে এই নৃত্যশৈলী যতটা রাজাদের কাছে জনপ্রিয় ছিল, বৃটিশ শাসনকালে তার পুরোপুরি অবনতি ঘটে এবং দেবদাসীরা এটিকে আরও স্পষ্ট যৌনতাপূর্ণ নৃত্যে রূপান্তরিত করে। পরবর্তীতে যার সামাজিক অবনতি ঘটে ও সামাজিক স্বীকৃতি অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই নৃত্যশৈলীর আবার পুনরজ্জীবন ঘটে এবং এটিকে ভরতনাট্যম নৃত্যশৈলী নামে আধুনিক রূপ দেওয়া হয়। প্রথম অবস্থায় এই নৃত্যটি মন্দিরগুলিতে, গুরুত্বপূর্ণ এবং সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হত এবং রাজা ও রাজপরিবারও এর পৃষ্ঠপোষক ছিল। সঙ্গমসাহিত্যেও এই নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। চোলরাজাদের রাজত্বকালে নির্মিত বিভিন্ন মন্দিরেও নৃত্যভঙ্গি সম্পর্কিত ভাস্কর্য দেখা যায়। যা তাঞ্জোর শিল্পকলা হিসেবে জনপ্রিয়। বৃটিশ শাসনকালের পরবর্তী পর্যায়ে এই দেবদাসী প্রথারও উপর নিষেধাজ্ঞা আসে এবং এর ওপর সামাজিক কলঙ্কযুক্ত হয়। ফলে এই সাদিরনাট্যম নৃত্যশৈলীটি তার ঐতিহ্যবাহী রূপ থেকে সরে আসে।

বিংশ শতাব্দীতে রূদ্রাম্মাদেবী আরূণ্ডেল, তার বোন রুক্মিণীদেবী এবং তাঞ্জাবুর কোয়ার্টেট-এর (ঘরানা) মতো শিল্পীরা এই নৃত্যকলাটিকে নতুন রূপ দেন। মন্দিরশৈলী থেকে বেরিয়ে এসে এই নৃত্যকলাটি পুনরজ্জীবন পেয়ে সাদিরনাট্যম থেকে ভরতনাট্যমে রূপান্তরিত হয়।

অনেকে মনে করেন ভরতমুনি এই 'ভরত' নামক নৃত্যশৈলীর নাম নির্দেশক। আবার পরবর্তী গবেষকেরা মনে করেন যে, ভরতনাট্যম কথাটি 'ভারত' শব্দ থেকে এসেছে এবং 'নাট্যম' শব্দটি এসেছে 'নৃত্য-অভিনয়' থেকে। এইসব কিছুর সমন্বয়ে আধুনিক গবেষক তথা নৃত্য কলাকারেরা মনে করেন যে, এই ভরতনাট্যমটি ভাব, রাগ এবং তাল এই তিনটিকে সমানভাবে প্রকাশিত করে। ভাবের ভ, রাগের র, এবং তালের ত অর্থাৎ এই তিনটি শব্দের আদ্যঅক্ষর থেকে এই নৃত্যশৈলীর নামকরণ। যা আজ মন্দিরশৈলী থেকে বেরিয়ে এসে একটি বহুল প্রচলিত এবং পৃথিবী বিখ্যাত নৃত্যশৈলীতে রূপান্তরিত হয়েছে। যা শুধু মন্দিরকেন্দ্রিক নয়, দর্শকদের মনোজ্ঞ এবং সাংস্কৃতিক জগতের এক যুগান্তকারী শিল্পকলা।

রাজ আমলে যখন নৃত্যটি শুধুমাত্র মন্দিরকেন্দ্রিক বা দেবদাসীকেন্দ্রিক ছিল, তখন কেবল দেবদাসী অর্থাৎ মহিলাদের দ্বারাই এটি পরিবেশিত হত। পরবর্তীতে মহিলাদের উপর যখন বাইরে খোলামেলায় মিশবার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, তখন পুরুষরা স্ত্রী বেশ ধারণ করে এই নৃত্যকলা জনসমক্ষে নিয়ে আসে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রুক্মিণীদেবী,আরুণ্ডেলসহ অন্যান্য নৃত্য প্রশিক্ষকদের পৃষ্ঠপোষকতায় শহরাঞ্চলের মহিলারাও এই নৃত্য প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে, তখন এই শিল্পকলা পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সমাজের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সমৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ভারতীয় নৃত্যকলা চিরকালই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ভারতীয় নৃত্যকলা বিশ্বের মঞ্চে প্রতিষ্ঠা পায়। এমনকি ভারতের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীরা পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় নৃত্যের মিলন ঘটিয়েছেন। তারপর ১৯৫০ সাল থেকে বলিউডেও ধ্রুপদী, লোকনৃত্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্যশৈলী জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

তারপর থেকে ফ্ল্যামেঙ্কো, আফ্রিকানশৈলী, জ্যাজ, হিপহপের মতো একাধিক নৃত্যশৈলী ভারতে বিখ্যাত হয়ে পড়ে। অনেকেই মনে করেন যে, ভারতীয় নৃত্যকলা ভবিষ্যতে আরও প্রযুক্তিনির্ভর হবে। রিয়েলিটি শোগুলিতে ইতিমধ্যেই মোশন পিকচার, ডিজিটাল প্রজেকশনের মতো প্রযুক্তির ব্যবহার নৃত্য পরিবেশনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মনে করা হয় এই প্রযুক্তির ব্যবহার ভারতীয় নৃত্যকে বিশ্বের দরবারে আরও জনপ্রিয় করে তুলবে। কিন্তু ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও আধুনিকীকরণের মধ্যে ভারসাম্য না রাখতে পারলে যে বড় বিপদ একথাও অস্বীকার করা যায় না। আধুনিকীকরণ ও পশ্চিমাসংস্কৃতির প্রভাবে যেন লোকনৃত্য বা ধ্রুপদী নৃত্য তার মৌলিকতা না হারায় তাও লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক নৃত্যশিল্পীদের দায়িত্ব।

কন্টেম্পোরারি নৃত্যশৈলী যে তরুণপ্রজন্মের মধ্যে জনপ্রিয় হবে তা স্বাভাবিক। কারণ এর সহজতা শিল্পীদের নিজস্ব অভিব্যক্তি ও সৃজনশীলতা প্রকাশে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। ধ্রুপদী বা শাস্ত্রীয় নৃত্যের তুলনায় এর কম কঠোর নিয়ম ও শৃঙ্খলা একে তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলে। আর ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যশৈলীর মিশ্রণ একে নতুন প্রজন্মের কাছে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। তবে, কন্টেম্পোরারি ও বলিউড নৃত্যের প্রভাবে যে ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের মূলরূপ ও কাঠামো নষ্ট হচ্ছেনা, তা বলাও বাহুল্য নয়। এছাড়াও, শাস্ত্রীয় নৃত্যের জন্য যে অর্থনৈতিক সমর্থন প্রয়োজন সেটাও এখন সীমিত।

নতুন প্রজন্মের নৃত্যশিল্পীদের এই বিষয়টিও ভাবাচ্ছে। তাই প্রয়োজন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতা। এছাড়াও, স্পনসরশিপ, সাংস্কৃতিক সহযোগীতা দরকার যা নতুন প্রজন্মকে শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে। এভাবেই ভারতীয় নৃত্যের ঐতিহ্য ও মৌলিকতা রক্ষার্থে শিল্পীসহ সকলশ্রেণির পৃষ্ঠপোষককে এগিয়ে আসতে হবে। তাতেই ভারতীয় নৃত্যশিল্প তার প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখে আধুনিকতাকে আলিঙ্গন করে এক অনন্য শৈলী হিসেবে বিশ্বমঞ্চে আরও ঔজ্জ্বল্য ছড়াবে।

কবিতা

শহর কথা

শালিনী মিত্র

এ শহর গ্রাস করেছে একটা গোটা সভ্যতা
সদ্য ফোঁটা কুঁড়ির থেকে নিংড়ে নিয়েছে নির্যাস
মাৎস্যন্যায়ের ধারা রেখেছে অব্যাহত
এ শহর ইতিহাস দেখেনি
ইতিহাস লেখেনি কেউ এ শহরের
তবু আনাচে কানাচে কান পাতলে শোনা যায়
মাটি ভেদ করে উঠে আসা করুণ আর্তনাদ
তাদের; যাদের কয়েক ছটাক ধানজমির লোভে
জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল।
হাত বাড়িয়ে রেখেছে তারা —
'তুলে দাও একবারটি তুলে দাও
বুক ভরে শ্বাস নিই একটু; শুনতে পাচ্ছ কেউ?'
-কাতর কণ্ঠে বলেছে বারংবার

এ শহর বুক পেতে দিয়েছিল নকশালের সূচনালগ্নে
বেয়োনেটে ঝাঁঝরা হয়েছে যেদিন
উঠতি যুবক কৃশানুর দেহ; যার রক্তে ভিজেছিল
মার্বেল ফলক থেকে শুরু করে পথের ধুলো

শহর দিন গুনেছে সেইদিন থেকে,
অঙ্কুরিত আবেগ থেকে 'বিপ্লব' ফলিয়েছে
মন্দির মসজিদ সয়েছে লাঠির আঘাত
এ শহর দাঙ্গা দেখেছে ভয়ঙ্কর!
ধোঁয়ার চাদরে গা ঢেকে
এ শহর অসুস্থ হয়েছে গুরুতর।
এ শহর নগ্ন হয়েছে রাতচরাদের লালগলিতে
সিঁদুর মুছে সাদা থান পড়েছে বহুবার।
এ শহর প্রেয়সী সেজেছে, কখনও বা বিরহী
এ শহর আজও আছে
একটা বৃদ্ধ বটগাছের মতো দাঁড়িয়ে।
ক্ষয়াটে শরীর ভাঙছে রোজই —
জরায় আর আঘাতে।

শহর তবু মরবেনা!
অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে
অতন্দ্র প্রহরীর মতো
কারণ 'শহরের মৃত্যু হয় না'!

'বিবৃতি'-র নতুন সংখ্যা প্রকাশ

সম্প্রতি রামমোহন লাইব্রেরির রায়া দেবনাথ হলে অনুষ্ঠিত হল সাহিত্যপত্রিকা 'বিবৃতি'-র শারদীয়া সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান। একই মঞ্চে আয়োজিত হয় 'বিবৃতি সাহিত্য সম্মাননা' প্রদান পর্ব।

পত্রিকার সম্পাদক দেবাশীষ দাস উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের কথা তুলে ধরে বলেন, "মাথাভাঙ্গা থেকে বিবৃতির যাত্রা শুরু হলেও আজ তা রাজ্যজুড়ে সাহিত্যিক মহলে একটি পরিচিত নাম হয়ে উঠেছে।"

'বিবৃতি সাহিত্য সম্মাননা' প্রদান করা হয় পাঁচ গুণী ব্যক্তিত্বকে—নাট্যকর্মী জয়ন্ত গুহ ঠাকুরতা, বিশিষ্ট কবি ব্রিগেডিয়ার তুষারকান্তি মুখোপাধ্যায়, কবি ও সমাজকর্মী আকবর আলি, সাংবাদিক সুমন কল্যাণ ভদ্র এবং সাহিত্যিক ও গবেষক বিধান ঘোষ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির প্রাক্তন আধিকারিক উৎপল কুমার ঝা, স্বনামধন্য লেখিকা যশোধরা রায়চৌধুরী, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক সাধন হালদার সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

সাহিত্য, নাটক, সাংবাদিকতা ও শিক্ষাক্ষেত্রের বিশিষ্টদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান পরিণত হয় সাহিত্য-উৎসবে। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের এই মঞ্চে উঠে আসে নতুন ভাবনা, নবীন সাহিত্যিকদের উৎসাহ, এবং রাজ্যজুড়ে সাহিত্যচর্চার সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত।

পত্রিকা প্রকাশ: 'এক পশলা বৃষ্টি'

আলিপুরদুয়ারের টাউন ব্যবসায়ী সমিতির প্রেক্ষাগৃহে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাহিত্যপত্রিকা 'এক পশলা বৃষ্টি'-র ষোড়শ বর্ষপূর্তি ও নব সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান। দীর্ঘ পথচলার অভিজ্ঞতা আর আগামী সম্ভাবনার আশায় ভর করে এই আসর রচনা করল এক অনন্য আবহ।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক অম্বরীশ ঘোষ। নব সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ নিখিলেশ রায়। দীর্ঘ সাহিত্য ও শিক্ষা-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ 'জীবন কৃতি সম্মান' পেলেন অধ্যাপক অর্ণব সেন। একই মঞ্চে সম্মানিত হন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সম্পাদক শুভময় সরকার।

সম্মাননা জ্ঞাপনের পাশাপাশি জমে উঠেছিল কবিতার আসর। কবি পাপড়ি গুহ নিয়োগী পাঠ করেন তাঁর নির্বাচিত কবিতা। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে মঞ্চ আলোকিত করেন পরিতোষ সাহা, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, সঞ্জয় কুমার নাগ, মণিমা মজুমদারসহ আরও অনেকে। এক মননশীল আলোচনা চক্রে অংশ নেন অমিত কুমার দে, সুমন গোস্বামী, গৌতম গুহ রায়, অঞ্জনা দে ভৌমিক, ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস ও অজিত অধিকারী। আলোচনার সঞ্চালনায় ছিলেন উত্তম চৌধুরী।

পরবর্তী পর্বে মঞ্চে উঠে আসে চিরকালীন বিতর্ক—'অতীতের সাহিত্য কি বর্তমানের চেয়ে সমৃদ্ধ?' এই প্রসঙ্গে পরিমল দে, অনির্বাণ নাগ, জয়দীপ সরকার, মাধবী দাস, কল্যাণময় দাস ও সিদ্ধার্থ শেখর চক্রবর্তী তাঁদের বিশ্লেষণ ও মতামত তুলে ধরেন। বিতর্কটি এক নতুন মাত্রা পায় নীলাদ্রি দেবের নিখুঁত সমন্বয়ে।

গান্ধী ও সরলাদেবী চৌধুরাণী

সংখ্যা রিভিউ

মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ী: লাহোরে এক নতুন ভোর। ঘুম ভাঙে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর। এক মধুর কণ্ঠের সুরে জেগে ওঠেন তিনি। ভাষা সংসদ থেকে প্রকাশিত 'গান্ধী ও সরলাদেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থে উঠে এসেছে এমনই এক প্রেমের উপাখ্যান, যা ইতিহাসের পাতায় ছিল দীর্ঘদিন উপেক্ষিত, অবলুপ্তপ্রায়।

মূল হিন্দি কাহিনীটি লিখেছেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক অলকা সরাওগী, আর বাংলায় অনুবাদ করেছেন দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। আলোচ্য গ্রন্থে উঠে এসেছে পণ্ডিত রামভজ দত্তচৌধুরীর স্ত্রী, সরলাদেবী চৌধুরাণী এবং গান্ধীজির মধ্যেকার গভীর ও সংযত সম্পর্কের এক অন্তরঙ্গ চিত্র। সরলা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা, ঠাকুরবাড়ির গৌরবদীপ্ত উত্তরসূরি। গান্ধী যখন তাঁদের লাহোরের বাড়িতে অতিথি হিসেবে আসেন, তখন থেকেই সরলার মনে তাঁর প্রতি অজানা এক টান সৃষ্টি হয়। অপরদিকে গান্ধীজিও প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন সরলার প্রতি তাঁর অদ্ভুত আকর্ষণ।

গান্ধী এক চিঠিতে সরলাকে লিখেছেন, "তুমি জানতে চেয়েছো, মহাদেব দেশাই ও অন্যরা কেন মনে করেন যে, তোমার পাশে থাকা বা তোমার স্পর্শেই আমি আবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারি। আসলে, তারা আমার তোমার প্রতি ভালোবাসা বুঝে ফেলেছে।

তারা দেখেছে, আমি তোমাকে মনের গভীর থেকে অনুভব করি, তোমার জন্য কষ্ট পাই। তারা দেখেছে, তুমি আমার যত্ন, আমার খাওয়া-দাওয়া—সব কিছু নিয়েই কতটা ভাবো। এইরকম গভীর, ব্যক্তিগত ভালোবাসা—আমার জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতা।"

চিঠিগুলোর এক একটি যেন ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। এমনই একটি চিঠি দিয়ে শুরু হয়েছে গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় (পৃষ্ঠা ১৫৫), যেখানে গান্ধীর স্বীকারোক্তিতে উঠে আসে তাঁদের সম্পর্কের অন্তরাত্মা। গান্ধী কেলনব্যাককে চিঠিতে লেখেন, "আমি তাঁকে আমার আধ্যাত্মিক স্ত্রী বলি। আমি চাই তুমি তাঁর সঙ্গে

পরিচয় কর।"

এইসব ব্যক্তিগত পত্রালাপ ও ঘটনা এক অনন্য মানবিক মাত্রা এনে দেয় এই বইটিতে। প্রথম চিঠির অংশটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, সরলার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ অপরের চোখেও ধরা পড়েছে, নিশ্চয়ই রামভজ দত্তচৌধুরীরও দৃষ্টি এড়ায়নি।

সেসব ঘটনা এই গ্রন্থ অনুপুঙ্খরূপে পাঠ করলে জানা যাবে। গান্ধী ও সরলা উভয়েই এই বেদনা-মধুর প্রেমের ভার আজীবন বহন করেছেন। দু'জনেই আদর্শবান, মধ্যবয়সী, বিবাহিত, স্থিতপ্রজ্ঞ। তবু প্রেমের তীব্র টান তাঁরা কেউই এড়াতে পারেননি।

বিদেশী ভাষায় রচিত সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের উপায় হল অনুবাদ। অলকা সরাওগী গান্ধী ও সরলা দেবীর কথা লিখেছেন হিন্দি ভাষায়। ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার জন্য পাঠ করবার ইচ্ছে থাকলেও হয়তো সম্ভব হত না। দ্যুতিমান ভট্টাচার্য যে বিশ্বস্ততায় অলকা সরাওগীকে অনুবাদ করেছেন, তাতে মৌলিক বইখানি পড়তে না পারার দুঃখ অনেকখানিই লাঘব হয়ে যায়।

অনুবাদসাহিত্যের প্রধানতম শর্ত, সাহিত্যরস থেকে পাঠক যেন বঞ্চিত না হন। অনুবাদক খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। কোনোরকম উল্লেখ যদি না থাকত, তবে বাংলা লেখাটিকেই মৌলিক বলে মনে হত পাঠকের, আর সেখানেই গ্রন্থখানির অনন্যতা।

মালদার রেল যোগাযোগে নতুন পালক

রাজধানী এক্সপ্রেসের স্টপেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: মালদার রেলযোগাযোগ ব্যবস্থায় যুক্ত হল নতুন পালক। ১৪ সেপ্টেম্বর রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হল মিজোরামের সায়রং থেকে নিউ দিল্লির আনন্দবিহারগামী রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনের মালদা টাউন স্টেশনে নির্ধারিত স্টপেজের।

সবুজ পতাকা নেড়ে এই বিশেষ যাত্রার শুভারম্ভ করেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী নীলাঞ্জন দাস সহ রেল বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

এর আগে মালদা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেসের স্টপেজ পেয়েছিল। এবার দ্বিতীয় একটি রাজধানী এক্সপ্রেসের যাত্রাবিরতির মাধ্যমে রাজধানী শহর দিল্লির সঙ্গে মালদার যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হল বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, "মালদাবাসীর বহুদিনের দাবি আজ পূরণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের যাতায়াত যেমন সহজ হবে, তেমনি জেলার সার্বিক উন্নয়নের পথও প্রশস্ত হবে।"

সীমান্তে গ্রেপ্তার ২ বাংলাদেশি চোরাকারবারি

নিজস্ব প্রতিবেদন

দক্ষিণ দিনাজপুর: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফের চোরাচালান রুখতে তৎপর বিএসএফ। সম্প্রতি বিএসএফের রায়গঞ্জ সেক্টরের জওয়ানরা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি-২ এর দারুন্ডা সীমান্ত এলাকা থেকে দুই বাংলাদেশি চোরাকারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর থানার ফকিরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে ৮ বোতল মদ, ২৪ ক্যান বিয়ার ও দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। ওইসব সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করছিল তারা। ধৃতদের হিলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

পাশাপাশি আরেকটি পৃথক অভিযানে, রায়গঞ্জ সেক্টরের অধীনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সীমান্তবর্তী আদিবাসীপাড়া ও নবগ্রাম এলাকা থেকে ১৫০ বোতল কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে বিএসএফ জওয়ানরা। অনুমান, এগুলিও বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই জড়ো করা হয়েছিল। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি সেক্টরের জওয়ানরাও কোচবিহারের ৭২ নিস্তারফ গ্রাম ও জলপাইগুড়ির কৌলাহাটি গ্রাম সংলগ্ন সীমান্ত এলাকা থেকে মোট ১১টি গরু পাচারের আগে উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

বিএসএফের দাবি, সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধে তাঁদের তল্লাশি ও নজরদারি অভিযান জারি থাকবে। সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা বজায় রাখতে কড়া নজরদারির পাশাপাশি স্থানীয়দের সহযোগিতাও কামনা করেছেন তাঁরা।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল কোচবিহারের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ক্যান্সার সেন্টার রোড গোরস্থানের পাশের এলাকা। ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে ও ধানের চারা রোপণ করে পথ অবরোধে সামিল হন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুদিন ধরেই ওই রাস্তাটি ভয়াবহ ভগ্নদশায় রয়েছে। প্রতিদিনই যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। একাধিকবার ছোট গাড়ি উল্টে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে জানান তাঁরা। এমনকি স্কুলগামী শিশুদের নিরাপত্তাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, বারবার স্থানীয় কাউন্সিলর ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। রাস্তা মাঝে মাঝে মেরামত করা হলেও কয়েক দিনের মধ্যেই তা আবার খারাপ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি, আসন্ন দুর্গাপূজার আগেই যদি রাস্তার কাজ শুরু না হয়, তাহলে তাঁরা আরও বড় আন্দোলনের পথে হাঁটবেন।

'জীব বাহান' পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: প্রতি বছরের মতো এইবছরও পালিত হল উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ প্রান্তর জুড়ে রাজবংশী কামতাপুরী সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয়-সামাজিক উৎসব 'জীব বাহান' পুজো (স্থানীয়ভাবে জিতুয়া পুজো বা কলা খাওয় পুজো নামেও পরিচিত)।

সম্প্রতি জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভেক্কিপাড়ার আদর্শপল্লীতে এই পুজো ঘিরে জমজমাট হয়ে ওঠে গ্রামাঞ্চল। স্থানীয়দের পাশাপাশি আশেপাশের বহু গ্রাম থেকেও আগত হাজার হাজার মানুষ এই উৎসবে যোগ দেন। পুজোর মূল পর্ব শুরু হয় রাত থেকে, আর চলে ভোর পর্যন্ত। পুজো উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল অন্যতম আকর্ষণ। লোকসংগীত, রাজবংশী ভাষায় নাটক, নাচ-গান, আর নানারকম গ্রামীণ বিনোদনের আয়োজনে জমে ওঠে অনুষ্ঠানমঞ্চ।

এই পুজোর একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি হল—উপস্থিত প্রত্যেকের হাতে নারকেল ও কলা তুলে দেওয়া। এখান থেকেই উৎসবের জনপ্রিয় নাম 'কলা খাওয় পুজো'। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, এই প্রথা সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক। আগত অতিথিদের পরিবারের সদস্যের মতো আপ্যায়ন করা হয়, যা এই উৎসবের অন্যতম মানবিক দিক। উল্লেখ্য, জীব বাহান পুজো শুধু উত্তরবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়; বাংলাদেশ, নেপাল ও আসামের বিভিন্ন রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলেও এই পুজো পালিত হয়ে আসছে বহু দশক ধরে। বর্তমানে এই উৎসব হয়ে উঠেছে এক দৃঢ় সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের প্রতীক।

জুড়াবান্দার পুজোয় শুরু দুর্গোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: দুর্গোৎসবের ঢাক বাজানোর আগেই জলপাইগুড়ির জোলাপাড়ায় হয় এক বিশেষ লোকাচার— হুক্কাখাওয়া জুড়াবান্দা ঠাকুরের পুজো। রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই শতাব্দীপ্রাচীন রীতি মেনে দুর্গাপুজোর আগে 'হুক্কাখাওয়া ঠাকুর' বা 'জুড়াবান্দা'-র আরাধনায় মাতেন স্থানীয়রা। এবছর পুজো পা দিল পঞ্চাশতম বর্ষে।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রায় ১২ কিমি দূরে মোহিতনগর গোলগুমটি হয়ে পৌঁছাতে হয় এই লোকদেবতার মন্দিরে। মন্দির চত্বরে দেখা মেলে হাতে হুক্কা ধরা অবস্থায় শিবঠাকুর সদৃশ বিগ্রহের। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, জুড়াবান্দা হুক্কা খাওয়া অবস্থায় দেবতা রূপে আবির্ভূত হন, তাই এমন নাম। প্রতিদিন দেউসি পুজারি নিত্যপুজো করেন। আর মাঘীপূর্ণিমায় বিশেষ ভোগ নিবেদন হয়— মাটির হাঁড়িতে খই, দই, কলা, দুধ মিশিয়ে।

মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান দশরথ রায় বলেন, "গ্রামের লোকায়ত ধারা মেনে দুর্গাপুজোর আগে জুড়াবান্দার পুজো হয়। তারপর ব্রাহ্মণ পুরোহিত বসেন দুর্গার আরাধনায়। এবছর আমাদের পুজো ৫০ বছরে পড়েছে, বাজেট ৫ লক্ষ টাকা।"

পুজোর মুখে জলসংকট, বিপাকে শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পুজোর আগে ফের পানীয় জলের সমস্যায় বিপাকে পড়লেন কোচবিহার শহরের বাসিন্দারা। ১৫ সেপ্টেম্বর সোমবার শহরের প্রায় ১৮ হাজার বাড়িতে জল পৌঁছায়নি তোর্ষা নদীর জলপ্রকল্প থেকে। এর জেরে তীব্র ভোগান্তির মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

জানা গিয়েছে, তোর্ষা নদীতে জলস্তর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে প্রচুর পরিমাণে আবর্জনা ঢুকে পড়ছে। ফলে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে পরিশোধনের কাজ এবং বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জল সরবরাহ। প্রতি দু'দিন অন্তর এমন সমস্যা দেখা দিচ্ছে, যা ঘিরে প্রশ্ন উঠছে কোচবিহার পুরসভার পরিকাঠামো ও প্রস্তুতি নিয়ে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পুজোর সময় টানা বৃষ্টি হতে পারে। ফলে নদীর জলস্তর আরও বাড়বে এবং জলপ্রকল্পে আরও বেশি আবর্জনা ঢুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

এই বিষয়ে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, "ডুবুরি নামিয়ে পাইপলাইনের মুখ থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজ চলছে। তবে নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি।"

শহরবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে চলা এই সমস্যা সমাধানে এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী উদ্যোগ নেয়নি পুরসভা। প্রতি বছর বর্ষা ও পুজোর সময় এমন সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টকে আবর্জনামুক্ত রাখার জন্য আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি কেন, এ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন শহরবাসী।

গ্রামীণ কলেজে ছাত্রসংকট

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: জেলার কলেজগুলিতে স্নাতকস্তরের প্রথম পর্যায়ের ভর্তিপ্রক্রিয়া প্রায় শেষ। কিন্তু উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ফাঁকা পড়ে থাকা আসনের সংখ্যা। কোচবিহার জেলার মোট ১৫টি ডিগ্রি কলেজ মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার আসনের মধ্যে এখনও বহু আসন খালি। কোথাও ৬০ শতাংশ, কোথাও আবার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ আসন ফাঁকা রয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার কলেজগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের অনীহা স্পষ্ট।

মেখলিগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ মিঠু দেব বলেন, "মপ আপ রাউন্ডেও বিশেষ সাড়া মেলেনি। শহরের কলেজগুলি কিছুটা উপকৃত হলেও, গ্রামীণ কলেজগুলিতে ছাত্রসংকট দিন দিন প্রকট হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে এসব কলেজ টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে উঠবে।"

প্রসঙ্গত, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীদের জন্য কলেজে ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্তে সামগ্রিকভাবে আসন সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু তাতে ভর্তি সংখ্যা বাড়েনি। অধিকাংশ কলেজেই ভর্তির আবেদন কম জমা পড়েছে।

শিক্ষাবিদদের একাংশের মতে, চলতি বছরে উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় কম। পাশাপাশি কলকাতা বা শহরতলির কলেজগুলির প্রতি ছাত্রছাত্রীদের টান বেড়েছে, যা জেলার কলেজগুলির পক্ষে অশনিসংকেত।

বক্সিরহাট মহাবিদ্যালয়ের অবস্থা তো আরও করুণ। মোট ২৭০০ আসনের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে মাত্র ১৫৩ জন। অর্থাৎ ২৫৪৭টি আসন খালি। কলেজ কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ের ভর্তির পরেও চিত্র খুব একটা বদলাবে না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ হ্রাস, শহরমুখী প্রবণতা ও কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা—এই তিনটি কারণ মিলেই গ্রামীণ কলেজগুলির অস্তিত্ব আজ প্রশ্নের মুখে।

হাতি সাফারিতে অনলাইন বুকিং শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: পুজোর আগেই পর্যটকদের জন্য সুখবর। ফের শুরু হতে চলেছে গোরুমারা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে হাতি সাফারির অনলাইন টিকিট বুকিং। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরে আগামী পর্যটন মরশুমে এই অনলাইন পরিষেবা চালু করতে চলেছে বন দপ্তর।

এই বিষয়ে গত ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন রাজ্যের বন্যপ্রাণ শাখার উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি। তিনি জানান, "পুজোর আগে আপাতত হাতি সাফারির ক্ষেত্রেই অনলাইন বুকিং চালু করা হচ্ছে। তবে কার সাফারির ক্ষেত্রে এখনও অনলাইন বুকিং চালুর কোনও পরিকল্পনা নেই। সেখানে অফলাইন বুকিংই চালু থাকবে।"

সূত্রের খবর, জলদাপাড়ায় সাতটি ও গোরুমারায় চারটি হাতিকে সাফারির কাজে ব্যবহার করা হবে। এতদিন পর্যন্ত অনলাইন বুকিং পরিষেবা বন্ধ থাকায় পর্যটকদের সরাসরি গিয়ে বুকিং করতে হতো। ফলে অনেকে শেষ মুহূর্তে গিয়েও টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরতেন।

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি পার্থসারথি রায় বলেন, "অনলাইন বুকিং চালু হওয়ায় আগাম টিকিট কেটে পর্যটকরা নিশ্চিন্তে সফরের পরিকল্পনা করতে পারবেন। এর ফলে হাতি সাফারিতে পর্যটকদের ঢল নামবে বলেই আমরা আশাবাদী।"

বালাজি মন্দিরের আদলে মণ্ডপ নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দক্ষিণ ভারতের তিরুপতি বালাজি মন্দিরের শৈল্পিক অনুকরণে এবার দুর্গাপুজোর মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে কোচবিহারের ভেনাস স্কয়ার ক্লাবে। অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার তিরুমালা শৃঙ্গে অবস্থিত প্রখ্যাত এই মন্দিরের গঠন ও আভা এবার প্রতিফলিত হবে উত্তরবঙ্গের এই ছোট্ট শহরে। হীরক জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

এই মণ্ডপসজ্জার জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার বাজেট। ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় তিন মাস ধরে ২৫ জন স্থানীয় শিল্পী নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন মণ্ডপ নির্মাণে। বাঁশ, কাঠ, সুপারি গাছের খোল, হোগলা পাতা, কোদলা ফল-সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে গড়ে তোলা হচ্ছে এই মণ্ডপ। শিল্পীসজ্জায় থাকছে চন্দননগরের আলোকমালাও।

নিহত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের পাশে দল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দলের প্রতিশ্রুতি মতোই নিহত তৃণমূল কর্মী সঞ্জয় বর্মনের পরিবারের পাশে দাঁড়াল তৃণমূল কংগ্রেস। ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার কোচবিহারের মাথাভাঙা-১ ব্লকের জোড়পাটকি অঞ্চলের ওই নিহত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

জেলা পার্টি অফিসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নিহত সঞ্জয় বর্মনের স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন জেলা সভাপতি। পরিবারের বর্তমান অবস্থা ও প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত হন তিনি। এর আগে দলীয় নেতৃত্ব সঞ্জয়ের বাড়িতেও গিয়ে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ অগাস্ট রাতে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হয়ে খুন হন সঞ্জয় বর্মন। পরিবার সূত্রে অভিযোগ, পরিকল্পনা করে সঞ্জয়কে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার পরপরই পুলিশ তদন্তে নেমে দু'জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

পেশায় একটি প্লাইউড কারখানার শ্রমিক ছিলেন সঞ্জয়। তার অকালমৃত্যুর জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পরিবার। দুই নাবালিকা কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে অর্থনৈতিক সংকটে পড়েন তারা। সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা।

এই প্রেক্ষিতেই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক দায়বদ্ধতা পালন করল দল। তৃণমূল জেলা সভাপতি জানান, "এই দুঃসময়ে দল পরিবারের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। দলীয় কর্মীর প্রতি এই রকম নৃশংসতা আমরা কোনোভাবেই মেনে নেব না। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি।"

চুরি যাওয়া ট্রাক উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: জিপিএস এবং সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অসম থেকে চুরি যাওয়া একটি ১২ চাকার ট্রাক উদ্ধার করল কোচবিহার জেলা পুলিশ। এই ঘটনার তদন্তে নেমে একদিনের মধ্যেই ট্রাকসহ দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

১৪ সেপ্টেম্বর রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, ধৃত দুই ব্যক্তি অসমের বাসিন্দা। তাদের নাম আল ফারুক ও সাজামাল শেখ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শনিবার রাতে কোচবিহার শহরের উপকণ্ঠে টাপুরহাট এলাকা থেকে ট্রাকটি চুরি যায়। ঘটনার পরপরই তদন্তে নামে কোচবিহার থানার পুলিশ। জিপিএস সিগন্যাল ট্র্যাক করে ও আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দ্রুত অভিযানের পরিকল্পনা করে পুলিশ। এরপর রবিবার অভিযানে নেমে অসম থেকে ট্রাকটি উদ্ধার করে ধৃতদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ১৫ সেপ্টেম্বর সোমবার কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার চিলকিরহাট এলাকার ধাইয়েরহাটে গভীর রাতে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে গিয়ে ফেরার পথে একটি ছোট চার চাকার গাড়ি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। এর জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চার যাত্রীর। নিহতদের বাড়ি দেওয়ানহাটে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম সঞ্জয় দাস (২৩), অমিত দাস (২৪), পার্থ দাস ওরফে সুমন দাস (২৩) ও ধনঞ্জয় বর্মন (২৫)। তাঁদের মধ্যে ধনঞ্জয় বর্মন অমিতের বন্ধু এবং একই এলাকার বাসিন্দা। নিহতদের সকলেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ঘটনায় গাড়িতে থাকা মৌমিতা দাস প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। তবে কীভাবে গাড়িটি পুকুরে পড়ল, তা স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্গোৎসবের চেক বিতরণ ঘুঘুমারিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: আসন্ন দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের ঘুঘুমারি অঞ্চলের বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটির হাতে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হল। ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই চেক তুলে দেন কোচবিহার কোতয়ালী থানার আইসি তপন পাল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, কোচবিহার ১এ ব্লকের সভাপতি কালি শংকর রায় সহ প্রশাসনের ও রাজনৈতিক মহলের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

আইসি তপন পাল জানান, "পুজোর দিনগুলোতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসন সর্বদা তৎপর থাকবে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে না ঘটে, সেদিকে কড়া নজর রাখা হবে।"

সুদা প্রকল্পে সুইপারদের কিট বিতরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন

পুরাতন মালদা: রাজ্য সরকারের 'সুদা' প্রকল্পের আওতায় পুরাতন মালদা পৌরসভার তত্ত্বাবধানে ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার একটি বিশেষ কিট বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পুরাতন মালদা পৌরসভার জয় গোপাল গোস্বামী ভবনে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে পৌর এলাকার ১৪০ জন সুইপারদের হাতে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ, ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিংহ বর্মা, ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর শ্যাম মণ্ডল, ১৬ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিবাঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী গাঙ্গুলী। এছাড়াও বিশিষ্ট সমাজসেবী নৃপেন পাল সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচিতে প্রতিটি সুইপারকে যে কিট প্রদান করা হয়, তার মধ্যে ছিল কাজের জন্য নির্ধারিত কস্টিউম, মাস্ক, সুরক্ষিত চশমা, হ্যান্ড গ্লাভস, জুতো, টুপি এবং একটি ব্যাগ। পৌরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিচ্ছন্নকর্মীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানান, "পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত কর্মীরা আমাদের সমাজের নীরব যোদ্ধা। তাঁদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। সুইপাররা সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ, তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।"

পৌরসভা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিচ্ছন্নকর্মীদের সুরক্ষা ও সম্মান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

মাদক বিরোধী অভিযানে নজিরবিহীন সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: মাত্র নয় মাসেই মাদক পাচারের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করল কোচবিহার জেলা পুলিশ। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলাজুড়ে মাদক বিরোধী আইনে মোট ১৯১টি মামলা রুজু হয়েছে। লাগাতার তল্লাশি ও অভিযানের জেরে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২৬৫ জন অভিযুক্তকে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানের ফলস্বরূপ এই সময়ের মধ্যে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১০,৯১৬ কেজি গাঁজা, ১,০৯৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ৮৫,১৫৭ বোতল কফ সিরাপ, ৯.৮৭ কেজি আফিম, ৫১ কেজির বেশি শুকনো আফিম গাছ, ২,১১,৭০২টি নিষিদ্ধ ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল এবং ৩৯ কেজি ওজনের অন্যান্য ট্যাবলেট।

জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "মাদক পাচার রুখতে আমাদের বিশেষ টিম ধারাবাহিকভাবে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা চাই কোচবিহার পুরোপুরি মাদকমুক্ত হোক। এজন্য সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সচেতন ও সহযোগী হতে হবে।"

উল্লেখ্য, সীমান্তবর্তী কোচবিহার দীর্ঘদিন ধরেই মাদক পাচারের করিডর হিসেবে পরিচিত। বিশেষত গাঁজা, কফ সিরাপ, আফিম এবং নেশাজাতীয় ট্যাবলেটের চোরাচালানের বহু ঘটনা আগেও সামনে এসেছে। এই প্রেক্ষিতে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি জোরদার করার পাশাপাশি শহর ও গ্রামাঞ্চলে দিনরাত চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে জেলা পুলিশ।

পুলিশের এই সক্রিয় ভূমিকায় জেলা জুড়ে স্বস্তি ফিরেছে। তবে অনেকের মতে, মাদক পাচারের মূল চক্র এখনও সক্রিয় এবং তাদের চিহ্নিত করে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলাই আগামী দিনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, অভিযান আরও জোরদার করা হবে এবং মাদক চক্রের মূল শিকড় উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে নেওয়া হবে সর্বাত্মক পদক্ষেপ।

ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র কাণ্ডে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের পুরসভা এলাকায় নাগরিক পরিষেবার স্বচ্ছতা নিয়ে ফের উঠল বড় প্রশ্ন। সম্প্রতি একের পর এক ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে প্রশাসনিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক বছরে অন্তত ৭০ থেকে ৭২টি জাল জন্ম শংসাপত্র শনাক্ত হয়েছে।

পুরসভার চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া সমস্ত শংসাপত্রেই দপ্তরের সই ও অনুমোদন ভুয়ো। তাঁর দাবি, ডিজিটাল কার্ড এবং অনলাইন রেকর্ডের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরই এই জালিয়াতির চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপরই পুরসভা প্রশাসনের নজরে আসে প্রতারণার এই ঘটনা।

পুরসভা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে। পাশাপাশি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, পুরসভার অন্দরেই কেউ এর সঙ্গে জড়িত কি না। কোনও কর্মীর বিরুদ্ধে যোগসাজশের প্রমাণ পাওয়া গেলে, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শহর জুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের প্রশ্ন, "জন্ম শংসাপত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ নথি যদি ভুয়ো হতে পারে, তবে আর কী নিরাপদ?" তাঁদের দাবি, পুরসভা ও প্রশাসনের উচিত দ্রুত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা।

পুরসভা সূত্রে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, দ্রুত তদন্ত শুরু হবে এবং ভবিষ্যতে নাগরিক পরিষেবায় যাতে এই ধরনের প্রতারণা আর না ঘটে, তার জন্য প্রযুক্তি-ভিত্তিক সুরক্ষিত ব্যবস্থার দিকেই এগোবে পুরসভা।

নরেন্দ্র কাপ ফুটবল সেমিফাইনালে ৪ মন্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: নরেন্দ্র কাপ ফুটবলে জমজমাট কোয়ার্টার ফাইনালের পর সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল চারটি দল— ফাঁসিদেওয়া মন্ডল-৭, মাটিগাড়া নকশালবাড়ি মন্ডল-৭, মাটিগাড়া নকশালবাড়ি মন্ডল-১ এবং শিলিগুড়ি মন্ডল-২।

১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দাগাপুর মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মাটিগাড়া নকশালবাড়ি মন্ডল-৭ প্রথম খেলায় ১-০ গোলে পরাজিত করে শিলিগুড়ি মন্ডল-৩-কে। দ্বিতীয় ম্যাচে মাটিগাড়া নকশালবাড়ি মন্ডল-১ সহজেই ২-০ গোলে জয় পায় মাটিগাড়া নকশালবাড়ি মন্ডল-৪-এর বিরুদ্ধে। এরপর ফাঁসিদেওয়া মন্ডল-২ ২-০ গোলে হারায় মাটিগাড়া নকশালবাড়ি মন্ডল-৮-কে।

প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মাটিগাড়া নকশালবাড়ি মন্ডল-৭ ৬-৫ গোলে হারায় মাটিগাড়া নকশালবাড়ি মন্ডল-৯-কে। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে মাটিগাড়া নকশালবাড়ি মন্ডল-১ ৪-৩ গোলে জয়ী হয় ফাঁসিদেওয়া মন্ডল-২-এর বিরুদ্ধে। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে শিলিগুড়ি মন্ডল-২ ৩-১ গোলে পরাজিত করে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি মন্ডল-৫-কে।

নরেন্দ্র কাপ ফুটবল কমিটির জেলা আহ্বায়ক নান্টু পাল জানান, ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবার অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ট্রফি ও নগদ ৫০ হাজার টাকা। রানার্স আপ দলকে দেওয়া হবে ট্রফি ও ২৫ হাজার টাকা। সেমিফাইনালে পরাজিত দুই দলকেও পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে ১৫ হাজার টাকা।

ডিএফজি-কে হারাল বিভান

নিজস্ব প্রতিবেদন

চালসা: গত ১৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মঙ্গলবাড়ি সরবতি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের আয়োজিত ফুটবল ম্যাচে বিভান নাইন এমওয়াইবিসি ২-১ গোলে শিলিগুড়ির ডিএফজি-কে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের হয়ে গোল করেন নিহাল রাই ও অভিনাম ভুজেল। ডিএফজি-র পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন রতন ওরাওঁ।

চ্যাম্পিয়ন চন্দ্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ইউওয়াইএসএফ এশিয়া প্যাসিফিক যোগা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন দেশবন্ধুপাড়ার চন্দ্রা মল্লিক। চল্লিশোর্ধ মহিলাদের বিভাগে আর্টিস্টিক যোগায় অংশ নিয়ে তিনি এই সম্মান অর্জন করেন।

সীমান্তে শুরু টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন

খড়িবাড়ি: নেপালের রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহেও থামেনি খেলার আনন্দ। ভারত-নেপাল সীমান্তে সৌহার্দ্য এবং ক্রীড়ার মেলবন্ধনে শুরু হয়েছে দুই দেশের মহিলাদের মৈত্রী ফুটবল প্রতিযোগিতা।

১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার সীমান্ত থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে অবস্থিত পানিট্যাঙ্কির মদনজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এই দুইদিনব্যাপী প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা হয়।

প্রথম দিনের উদ্বোধনী ম্যাচেই জমে ওঠে প্রতিযোগিতা। নেপালের কাঁকরভিটা পশুপতি ফুটবল ক্লাব ১-০ গোলে পরাজিত করে ভারতের খড়িবাড়ি জিওয়াইএসডি ক্লাবকে। ম্যাচের একমাত্র গোলটি আসে প্রথমার্ধেই। জয়ের সুবাদে সেমিফাইনালে পৌঁছে যায় পশুপতি ক্লাব।

জিতল যুব সংঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন

হলদিবাড়ি: ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবার পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত ছত্রধর রায় বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়র লিগ কাম নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে আয়োজক দল কচুয়া বোয়ালমারী সেভেন স্টারকে ৩-০ ব্যবধানে পরাজিত করে জয়লাভ করে। বিজয়ী দলের হয়ে অঙ্কুশ রায় দুটি গোল করেন, অপর গোলটি করেন চিরঞ্জিত বর্মন।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটেতে অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: জাপান সোতোকান ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে অংশ নিতে চলেছেন কোচবিহারের অভিজিৎ সূত্রধর। আগামী ১ থেকে ৩ নভেম্বর জাপানের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে এই আন্তর্জাতিক আসর। সেখানে ভারতের হয়ে অংশ নেবেন মোট ১৪ জন প্রতিযোগী। তাঁদের মধ্যে কোচবিহার থেকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন অভিজিৎ।

৫৫ কেজি ওজন বিভাগে 'কাতা' ও 'কুমিতে' — দুই ইভেন্টেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন অভিজিৎ। সম্প্রতি অগাস্ট মাসে কলকাতায় আয়োজিত জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে — দুই বিভাগেই ব্রোঞ্জ পদক জিতেন তিনি। সেই সাফল্যের জেরেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হন তিনি।

ভৈরবীর জোড়া পদক জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

ধূপগুড়ি: গত ৫- ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় রেলওয়ে অ্যাথলেটিক্স মিটে জোড়া পদক জিতে নজর কাড়লেন ধূপগুড়ির পশ্চিম মল্লিকপাড়ার ভৈরবী রায়। ট্রিপল জাম্পে ১৩.৩৯ মিটার লাফিয়ে তিনি জয় করেন সোনার পদক, আর লং জাম্পে ৬.৩৩ মিটার লাফ দিয়ে অর্জন করেন রুপোর পদক।

জোড়া সাফল্যের পরে ভৈরবী বলেন, "এই দুই ইভেন্টেই কেরিয়ারের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য এসেছে।" ভৈরবীর এই কৃতিত্বে খুশির হাওয়া বইছে পশ্চিম মল্লিকপাড়ায়।

তুষারকে দলে নিয়ে সুপার ডিভিশনে চমক মহানন্দার

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের দলবদলের প্রথমদিনেই নজরকাড়া চমক দিল মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব। এবারের কলকাতা লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হয়ে খেলা প্রতিভাবান মিডফিল্ডার তুষার বিশ্বকর্মাকে নিজেদের দলে ভেড়াল তারা। ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার ফুটবলে মোট ৮০ জন খেলোয়াড়ের দলবদল সম্পন্ন হয়েছে। ক্রিকেটে সেই সংখ্যা আরও বেশি—২৬৩ জন খেলোয়াড় দল পরিবর্তন করেছেন।

সুপার ডিভিশনের দলবদলে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ রদবদল হয়েছে। স্বস্তিকা যুবক সংঘ থেকে রনি মিত্রকে দলে টেনেছে অগ্রগামী সংঘ। নবীন সংঘের কৌশিক গুহও এবার খেলবেন অগ্রগামীর জার্সিতে।

প্রথম ডিভিশনে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব থেকে অভিজিৎ মজুমদার পাড়ি দিয়েছেন বিধান স্পোর্টিং ক্লাবে।

মহালয়ায় ঐতিহ্যবাহী রোড রেস প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: মহালয়া মানেই একদিকে পিতৃপক্ষের অবসান, অন্যদিকে দেবীপক্ষের সূচনা। এই দিনে একদিকে যেমন নদীর ঘাটে তর্পণ করেন বহু মানুষ, তেমনি শহরবাসীর কাছে দিনটি আরও বিশেষ হয়ে ওঠে। কারণ, মহালয়ার সকালেই শহর সাক্ষী থাকে এক ঐতিহ্যবাহী রোড রেসের— বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের আয়োজনে 'শিলিগুড়ি মহালয়া রোড রেস'।

দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে শহরবাসীর মধ্যে মহালয়ার সকালে ক্রীড়ার আনন্দ ছড়িয়ে দিচ্ছে এই প্রতিযোগিতা। এবছর ৪১ বছরে পদার্পণ করল এই প্রতিযোগিতা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নামী দৌড়বিদদের পাশাপাশি অংশ নিয়েছেন বাংলার চলচ্চিত্র জগতের তারকারাও। এবছরও সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে দৌড় প্রতিযোগিতার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী কৌশানী মুখার্জি এবং ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সদানন্দ বিশ্বনাথ।

ক্লাব সূত্রে খবর, এবছর প্রতিযোগীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেকটাই বেশি। প্রায় ৭০০-র বেশি প্রতিযোগী ইতিমধ্যেই নাম লিখিয়েছেন। অংশগ্রহণকারীরা শুধু শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নন— পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও সিকিম, এমনকি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকেও কয়েকজন প্রতিযোগী এই দৌড়ে অংশ নিচ্ছেন।

রোড রেস শুরু হবে শিলিগুড়ির হাসমি চক থেকে এবং শেষ হবে বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব প্রাঙ্গণে। প্রতিযোগিতাটি ৫ কিলোমিটার ও ১০ কিলোমিটার— দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিযোগীদের সুবিধার্থে রুট জুড়ে থাকবে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, মেডিকেল টিম, এবং স্বেচ্ছাসেবকদের দল।

প্রতিবারের মতো এবারও এই দৌড় প্রতিযোগিতা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সহযোগিতায় রয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ ও শিলিগুড়ি পুরনিগম। বিপুল সংখ্যক দর্শকের ভিড় সামলাতে এবং প্রতিযোগীদের সাহায্য করতে থাকছে শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, "এই প্রতিযোগিতা শুধু একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান নয়, বরং দেবীপক্ষের আগমনী বার্তাকে আরও আনন্দময় করে তোলার একটি প্রয়াস। এর মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য হল যুবসমাজকে সুস্থ জীবনযাপন ও ক্রীড়াপ্রবণ মানসিকতার প্রতি আগ্রহী করে তোলা।"

সান কিং-এর নতুন লোগো এবং ব্র্যান্ড আইডেনটিটি উন্মোচন

কলকাতা: বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অফ-গ্রিড সৌর শক্তি কোম্পানি সান কিং একটি নতুন লোগো এবং ব্র্যান্ড আইডেনটিটি চালু করেছে। এভাবেই তারা তাদের বৃদ্ধি এবং রূপান্তরের যাত্রায় একটি নতুন অধ্যায় চিহ্নিত করেছে। এই নতুন ও উন্নত পরিচয়, সাশ্রয়ী মূল্যে এবং নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সমাধান দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্ষমতায়িত করার প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের জ্বালানি সরবরাহের জন্য তারা নিয়ে এসেছে সোলার হোম সিস্টেম, উচ্চ-ক্ষমতার সোলার ইনভার্টার এবং পে-অ্যাজ-ইউ-গো স্মার্টফোন। প্রতি মাসে কোম্পানি ৩ লক্ষ নতুন সিস্টেম ইনস্টল করে বিশ্বব্যাপী ২৪ মিলিয়নেরও বেশি পরিবারকে চালিত করেছে। কোম্পানির সহ-প্রতিষ্ঠাতা অনিশ ঠক্কর জানিয়েছেন, তাদের নতুন লোগো গ্রাহকদের প্রতি কোম্পানির নিষ্ঠার প্রতিফলন। এভাবেই তারা বর্তমান এবং ভবিষ্যত জীবনকে উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে।

স্বয়ংকর প্রদর্শনী হবে। এবছরের কিউরেশনে আলম, জেনেসিস, সাভানা, কনককশন, ডা হাস, ওয়াভারক্যামার, ক্যালিডো, ক্ল্যান, বেসিস, ল্যাকুনা, এরবে, ইন্ডাসবার, নোমাডিক থ্রেডস, এসার এবং কনট্যুর সহ কিছু সিগনেচার কালেকশন অন্তর্ভুক্ত থাকছে। উৎসবটি পুরস্কারপ্রাপ্ত মানচাহা সংগ্রহকেও তুলে ধরে - যেখানে গ্রামীণ কারিগরদের কল্পনা থেকে সরাসরি বোনা প্রায় ২০০টি অনন্য কার্পেট থাকবে। এই সংস্করণে প্রথম বার ৬০% পর্যন্ত ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই আয় গ্রামীণ বয়ন অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিষ্কার জলের সুবিধা তৈরিতে ব্যয় করা হবে। রাগ উৎসব ২০২৫ দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, রায়পুর, জয়পুর, গুজরাট এবং বেঙ্গালুরুতে জয়পুর রাগসের ফ্ল্যাগশিপ স্টোরে এবং জয়পুর রাগস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যাবে।

১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ইন্সটামার্ট কুইক ইন্ডিয়া মুভমেন্ট সেল

কলকাতা: ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে ইনস্টামার্ট কুইক ইন্ডিয়া মুভমেন্ট সেল। এখানে ইলেকট্রনিক্স, হোম অ্যাপ্লায়েন্স এবং গ্রুমিং-এর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ ৫০,০০০-এরও বেশি পণ্যে ৯০% পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হবে। কিছু আকর্ষণীয় ডিলের মধ্যে রয়েছে ওয়ান প্লাস নর্ড সিই৪ লাইট স্মার্টফোন। যার দাম ১৮৯৯৯ টাকা তবে, অফার মূল্য ১৬৯৯৯ টাকা। ওপ্পো কে ১৩× ফাইভ জি পাওয়া যাবে মাত্র ১২৪৯৯ টাকায়। সেরকমই লেনোভো আইডিয়া প্যাড স্লিম ৩ পাওয়া যাবে মাত্র ৪৮৯৯৯ টাকায়।

আসুস ভিভোবুক পেয়ে যাবেন মাত্র ২৯৯৯৯ টাকায়। বোট এয়ারডোপস ৩১১ প্রো এবং ওয়ান প্লাস নর্ড বাডস টু আর পাবেন যথাক্রমে মাত্র ৭৯৯ ও ১৪৯৯ টাকায়। ঘরের এবং রান্নাঘরের প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক্স জিনিসও পাবেন বিশেষ ছাড়ে। লাইফলং পাওয়ার প্রো এলএক্স মিক্সার গ্রাইন্ডার পাওয়া যাবে ৯৯৯ টাকায়। পিজিয়ন হেলথিফাই ডিজিটাল এয়ার ফ্রায়ার পাওয়া যাবে ২,৫৯৯ টাকায়। এছাড়াও, সমস্ত অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ডে ১০০০ টাকা পর্যন্ত ১০% ছাড় থাকবে। মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে পণ্য ডেলিভারি ও প্রতিদিন সন্ধ্যা ৫:০০-৭:০০ টা পর্যন্ত বিশেষ অফার পাওয়া যাবে।

৫টি স্মার্টফোন বৈশিষ্ট্য, যা পুজোর আগে অবশ্যই জানা উচিত

কলকাতা: দুর্গাপুজো মানে কেবল শপিং করা নয়, এই পুজো মানেই প্যান্ডেল-হপিং, স্ট্রিট ফুড, গভীর রাত এবং অন্তহীন ছবি তোলা। সেখানে একটি ভালো স্মার্টফোন সেই উদযাপনকে আরও আনন্দদায়ক করে তুলবে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ ধরে নেন যে সঠিক বৈশিষ্ট্যের স্মার্টফোন কিনতে অন্তত ২০ হাজার টাকা বা তার বেশি খরচ করতে হবে। তবে কিছু অ্যাকসেসরিজ রয়েছে যা আপনার স্মার্টফোনকে আরও স্মার্ট করে তুলবে। যেমন, সকালের অঞ্জলি থেকে মধ্যরাতের আড্ডা পর্যন্ত টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি। সন্ধ্যার পরে প্যান্ডেলে বা মিছিলে ছবি তোলার জন্য লো লাইট ক্যামেরা। রিল পোস্ট করা, ভজন স্ট্রিম করা, অথবা ভিড়ের মধ্যেও ভিডিও কল করার জন্য দরকার আরও জোরদার নেটওয়ার্ক কানেকশন।পুজোর সময় ডিজিটাল ওয়ালেট এবং ইউপিআই ক্রমাগত ব্যবহার করলে, ডেটা সুরক্ষাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শেষমেস আপনার হাতে এমন একটি ফোন দরকার, যা উৎসবের পরিবেশের সঙ্গে মানানসই এবং প্রিমিয়াম দেখাবে। সেরকমই স্মার্টফোন হল এআই+ নোভা ফাইভ জি এবং পালস। এটি ফাইভ জি এনাবেলেড, শক্তিশালী ক্যামেরা এবং বিল্ট-ইন প্রাইভেসির সুবিধা দেয় এবং দাম ১০ হাজারেরও কম।

ডিপি ওয়ার্ল্ড এশিয়া কাপের সঙ্গে অংশীদারিত্বে বিড়লা টায়ারস

কলকাতা: বিড়লা টায়ারস-কে ডিপি ওয়ার্ল্ড এশিয়া কাপ ২০২৫-এর অফিসিয়াল টায়ার পার্টনার হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট যেখানে এশিয়ার শীর্ষ দলগুলি অংশগ্রহণ করবে। এই অংশীদারিত্ব আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় বাজারে বিড়লা টায়ারসের দৃশ্যমানতা বাড়াবে। তারা ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের সময় ১০০ মিলিয়নেরও বেশি লাইভ দর্শকের কাছে পৌঁছাবে। ক্রিকেট ভক্তদের সঙ্গে কোম্পানির যোগাযোগ ও বন্ধন বাড়বে। এমনকি দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গেও বিড়লা টায়ারসের পরিচিতি বাড়বে। কোম্পানির কাছে এটি একটি গর্বের মুহূর্ত বলে জানিয়েছেন হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যাল লিমিটেডের সিএমডি এবং সিইও অনুরাগ চৌধুরী।

বিএসএ গোল্ড স্টার-এর প্রথম বর্ষ উদযাপন

কলকাতা: বিএসএ গোল্ড স্টার ভারতে তার প্রথম বার্ষিকী উদযাপন করছে। যা সীমিত সংস্করণে গোল্ডি-কিট স্ট্র্যাপ এবং ₹১৫৮৯৬ টাকা পর্যন্ত মূল্যের এক্সচেঞ্জ বোনাস দেবে। কোম্পানির ৬৫০ সিসি গোল্ড স্টার তার বিশুদ্ধ নকশা এবং কারুশিল্পের জন্য পরিচিত। ১০০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের যেকোনও টু-হুইলারের সঙ্গে পেয়ে যাবেন ₹৫৮৯৬ টাকা মূল্যের একটি কিউরেটেড অ্যাকসেসরি কিট। যেখানে থাকছে একটি লম্বা উইন্ডশিল্ড, পিলিয়ন ব্যাকরেস্ট, পালিশড এক্সহস্ট

গার্ড এবং রিয়ার রেল। বিএসএ গোল্ড স্টারে রয়েছে একটি ৬৫২ সিসি, লিকুইড-কুলড ইঞ্জিন যা ৪৫ হর্সপাওয়ার এবং ৫৫ এনএম টর্ক উৎপন্ন করে, সঙ্গে রয়েছে ৫-স্পিড গিয়ারবক্স এবং ডুয়াল-চ্যানেল এবিএস। ২১ সেপ্টেম্বরের আগে কেনাকাটায় (দিল্লি শোরুমের এক্স-প্রেস মূল্যে) ২৩৭০২ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয়ের সুযোগ থাকছে। গোল্ড স্টার পাঁচটি রঙের ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে: শ্যাডো ব্ল্যাক, ইনসিগনিয়া রেড, মিডনাইট ব্ল্যাক, ডন সিলভার এবং হাইল্যান্ড গ্রিন।

মণিপাল হসপিটালের পূর্ব ভারতে সম্প্রসারণ

বহরমপুর: পূর্ব ভারতের বাসিন্দাদের আর চিকিৎসার জন্য বাইরে ছুটে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভারতের বৃহত্তম হসপিটাল নেটওয়ার্কের অংশ মণিপাল হসপিটাল এবার পূর্ব ভারতে তার উৎকর্ষতা ছড়িয়ে দিতে কলকাতায় উন্নত হাসপাতাল তৈরি করেছে। শিলিগুড়িতে দুটো সহ, কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলে এখন তাদের মোট ৭টি হাসপাতাল। মোট ১,২০০টি শয্যা এবং ১,১০০ জনের বেশি ডাক্তারের সুবিধা থাকছে। ডাঃ উত্তোয়ন চক্রবর্তী এবং ডাঃ দেবোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিখ্যাত ডাক্তাররা নেফ্রোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজির মতো বিভাগে বিশেষায়িত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছেন। তারা পূর্ব ভারতের প্রথম ওয়্যারলেস পেসমেকারের সুবিধা নিয়ে এসেছে, ১০০০ টিরও বেশি রোবটের সাহায্যে হাঁটু প্রতিস্থাপন করেছে। উন্নত কার্ডিয়াক চিকিৎসার পাশাপাশি কম্বাইনড ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড সিস্টেমের মতো লেটেস্ট কিছু প্রযুক্তি তারা এই অঞ্চলে শুরু করেছে। এভাবেই মণিপাল হসপিটাল প্রতিনিয়ত বিশ্বমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে আসছে আপনার দোরগোড়ায়।

চলে এল নতুন মিটিওর ৩৫০

শিলিগুড়ি: মিড সাইজ মোটরসাইকেল রেঞ্জে অন্যতম লিডিং কোম্পানি রয়াল এনফিল্ড নতুন ও উন্নত বৈশিষ্ট্য সহ মিটিওর ৩৫০ লঞ্চ করেছে। নতুন রঙ, এবং উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মিটিওরে থাকছে ২০.২ বিএইচপি এবং ২৭ এনএম টর্ক সহ ৩৪৯ সিসি এয়ার-কুলড জে-সিরিজ ইঞ্জিন, এলইডি হেডল্যাম্প, ট্রিপার পড, এলইডি টার্ন ইন্ডিকেটর, ইউএসবি টাইপ-সি ফাস্ট-চার্জিং পোর্ট, অ্যাসিস্ট-এন্ড-স্লিপ ক্লাচ এবং অ্যাডজাস্টেবল লিভার।

মিটিওর ৩৫০-এর বিভিন্ন ভেরিয়েন্টের বিভিন্ন দাম রাখা হয়েছে। ফায়ারবল অরেঞ্জ এবং ফায়ারবল গ্রে-র দাম থাকছে ১,৯৫,৭৬২ টাকা। স্টেলার ম্যাট গ্রে

এবং স্টেলার মেরিন ব্লু-এর দাম ২,০৩,৪১৯ টাকা। অরোরা রেট্রো গ্রিন এবং অরোরা রেড-এর দাম ২,০৬,২৯০ টাকা। সুপারনোভা ব্ল্যাক পাওয়া যাবে ২,১৫,৮৮৩ টাকায়। এছাড়াও, পাওয়া যাচ্ছে ৭ বছরের ওয়ারেন্টি এবং রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্সের অতিরিক্ত সুবিধা, আরবান এবং গ্র্যান্ড টুরার থিম সহ জেনুইন মোটরসাইকেল অ্যাকসেসরিজ। বুকিং এবং টেস্ট রাইড ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে রিটেইলে বিক্রি শুরু হবে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে।

কলকাতার অ্যাপোলো হাসপাতালে চালু হল নতুন বাইপ্লেন ক্যাথ ল্যাব

শিলিগুড়ি: কলকাতার অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল, পূর্ব ভারতের প্রথম বেসরকারি খাতের বাইপ্লেন ক্যাথ ল্যাব চালু করেছে, যা উন্নত কার্ডিয়াক, স্নায়বিক এবং ভাস্কুলার যত্নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এটি এই অঞ্চলের মানুষেদের জন্য বিশ্বমানের চিকিৎসাকে নাগালের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

বাইপ্লেন ক্যাথ ল্যাব একটি অত্যাধুনিক সিস্টেম যা দ্রুত এবং নির্ভুলতার সাথে জটিল অবস্থার নির্ণয় এবং চিকিৎসা করে। এটি দুটি সি-আর্ম ব্যবহার করে একসাথে অনেকগুলো এক্স-রে ছবি তুলতে পারে। এর ফলে, ডাক্তাররা খুব সহজেই রোগীদের অঙ্গ এবং রক্তনালীগুলির একটি বিশদ 3D ভিউ পেতে পারবেন। পূর্ব ভারতে এই সুবিধাটি চিকিৎসার ঝুঁকি কমিয়ে আরোগ্যের সময় কমাবে এবং স্ট্রোক ও হৃদরোগের জন্য দ্রুত রোগ নির্ণয় করবে।

কলকাতার অ্যাপোলো হসপিটালসের মেডিকেল সার্ভিসেস ডিরেক্টর ডাঃ সুরিন্দর সিং ভাটিয়া বলেন, "এই বাইপ্লেন ক্যাথ ল্যাব স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তিতে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, যা জটিল ঘটনাগুলিকে আরও সঠিক এবং সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করবে।"

এদিকে, সিনিয়র নিউরোলজিস্ট এবং হেড অফ ডিপার্টমেন্ট, ডাঃ অমিতাভ ঘোষ এবং সিনিয়র হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দেবাশীষ ঘোষও তাদের মতামত ভাগ করে নিয়ে জানায় যে এই চিকিৎসা কেন্দ্রটি এই অঞ্চলে চিকিৎসার মানকে উন্নত করবে এবং গুরুতর অসুস্থ রোগীদের জন্য নতুন পথ দেখাবে।

শিলিগুড়িতে নতুন অভিজ্ঞতা কেন্দ্র চালু করল আল্ট্রাভায়োলেট

শিলিগুড়ি: ইউরোপ জুড়ে বিশ্বব্যাপী লঞ্চের পর, আল্ট্রাভায়োলেট এখন শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে একটি অত্যাধুনিক অভিজ্ঞতা কেন্দ্র চালু করে, ভারতে তাদের সম্প্রসারণকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। এটি কোম্পানির চলমান প্রবৃদ্ধিকে তুলে ধরার সাথে দেশে তাদের কর্মক্ষমতা-ভিত্তিক এবং টেকসই বৈদ্যুতিক দ্বি-চাকার গাড়ি সরবরাহকে আরও জোরদার করেছে।

স্পার্ক অটোমোবাইলস এলএলপি-র সাথে অংশীদারিত্বে, ইউভি স্পেস স্টেশন গ্রাহকদের আল্ট্রাভায়োলেটের F77 MACH2 এবং F77 সুপারস্ট্রিট পারফর্ম্যান্স মোটরসাইকেলগুলি অন্বেষণ করার জন্য একটি বিস্তৃত অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। স্টেশনটিতে টেস্ট রাইড, বিদ্যমান মডেলগুলির ডেলিভারি এবং আসন্ন উদ্ভাবনও শামিল রয়েছে।

এক্সপেরিয়েন্স সেন্টারে F77 MACH2 এবং F77 সুপারস্ট্রিট, শক্তিশালী 40.2 hp এবং 100 Nm টর্ক সহ বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেল এবং 10.3 kWh ব্যাটারি প্রদর্শিত হবে, যা একবার চার্জে 323 কিলোমিটার IDC রেঞ্জ প্রদান করবে।

আল্ট্রাভায়োলেটের সিইও এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ সুব্রহ্মণিয়াম উদ্বোধনের সময় বলেন, "আমরা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়িতে প্রবেশ করে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের তৃতীয় অভিজ্ঞতা কেন্দ্র খুলতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে আমরা পারফরম্যান্স ইলেকট্রিক মোবিলিটিকে গণতান্ত্রিক করে তুলবো, যা ভারত জুড়ে মালিকানার অভিজ্ঞতায় একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে।"

ফান্ডসইন্ডিয়ার নতুন দীগন্ত

কলকাতা: ফান্ডসইন্ডিয়া, সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ₹২০,০০০ কোটি টাকা অতিক্রম করে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে, যা তার শক্তিশালী বাজার অবস্থান প্রদর্শন করে।

কোম্পানিটির প্রবৃদ্ধির গতিপথ খুচরা বিনিয়োগকারী, অংশীদার ইকোসিস্টেম এবং ব্যক্তিগত সম্পদ ক্লায়েন্টদের মধ্যে ধারাবাহিক বিস্তারকে প্রতিফলিত করে, সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর অবস্থানকে শক্তিশালী করে। প্লাটফর্মটি প্রযুক্তি-চালিত সুবিধা, ব্যক্তিগতকৃত নির্দেশিকা, গভীর গবেষণা ক্ষমতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা প্রদান করে, যার লক্ষ্য একটি ব্যাপক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সমাধান গন্তব্য হয়ে ওঠা।

ফান্ডসইন্ডিয়ার গ্রুপ সিইও অক্ষয় সাপ্রু বলেন: "এটি আমাদের জন্য একটি গর্বের মাইলফলক এবং সহজলভ্য, উদ্ভাবনী এবং বিনিয়োগকারী-প্রথম সম্পদ সমাধানের মাধ্যমে ভারতকে আরও ধনী করে তোলার আমাদের লক্ষ্যের পুনর্ব্যক্ত। আমরা আমাদের ডিজিটাল-প্রথম মডেলটিকে আরও বিস্তৃত করতে এবং দেশব্যাপী বিনিয়োগকারীদের ক্ষমতায়নকারী সমন্বিত সম্পদ কৌশলগুলি সরবরাহ করতে প্রস্তুত।"

ফান্ডসইন্ডিয়া ভারত এবং আন্তর্জাতিকভাবে এনআরআইদের সেবা প্রদানের জন্য তার উপস্থিতি বিস্তারের পরিকল্পনা করছে। কোম্পানিটি মিউচুয়াল ফান্ড এবং উন্নত সম্পদ সমাধানের মাধ্যমে ডিজিটাল এবং ফিজিট্যালি বিনিয়োগ সহজ করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

ওয়েস্টব্রিজ ক্যাপিটালের সহায়তায়, ফান্ডসইন্ডিয়া তার ডিজিটাল-ফার্স্ট মডেলটির বিস্তার এবং সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা সমাধান প্রদানের জন্য শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ব্যবহার করছে।

এশিয়া কাপ ২০২৫-এ গোল্ড স্পন্সর করবে হায়ার ইন্ডিয়া

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম প্রধান অ্যাপ্লায়েন্স ব্র্যান্ড, হায়ার অ্যাপ্লায়েন্সেস ইন্ডিয়া, এশিয়া কাপ ২০২৫-এ গোল্ড স্পনসর করবে। এই অংশীদারিত্ব স্পোর্ট-ও-টেইনমেন্ট মার্কেটিংয়ের প্রতি হায়ারের প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরদার করে। তারা এভাবেই ভারতের প্রিমিয়াম, তরুণ এবং ক্রীড়া-সচেতন গ্রাহকদের সঙ্গে তাদের সংযোগ গভীর করবে।

হায়ার ভারতে ক্রিকেটের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে স্বীকৃতি দেয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে একত্রিত করে। শুধু স্টেডিয়াম জুড়েই নয়, মাঠের বাইরেও বিজ্ঞাপন ও বিগ-স্ক্রিন ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে হায়ারের ভিসিবিলিটি বাড়ানো হবে।

হায়ার সৃজনশীলভাবে তার উদ্ভাবনী এবং প্রিমিয়াম পণ্যের পোর্টফোলিওর প্রদর্শন করবে। হায়ারের স্পোর্টস মার্কেটিং পোর্টফোলিওতে আইপিএল, আইসিসি মেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং গ্র্যান্ড স্ল্যাম টেনিস টুর্নামেন্টের মতো মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই অংশীদারিত্ব হায়ারকে ভারতের নতুন প্রজন্মের গ্রাহকদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করবে।

সেলসফোর্স সার্টিফিকেশন পরীক্ষার অন্যতম সরবরাহকারী পিয়ারসন

কলকাতা: পিয়ারসন (FTS:PSON.L) এবং এর পিয়ারসন ভিইউই, বিশ্বব্যাপী সেলসফোর্স সার্টিফিকেশন পরীক্ষার একমাত্র সরবরাহকারী হিসেবে বিশ্বের #1 AI CRM, সেলসফোর্সের সাথে একচেটিয়া বহু-বছরের জন্য সহযোগিতার ঘোষণা করেছে।

উভয়ই, তাদের টেস্টিং সিস্টেমগুলিকে সেলসফোর্স সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামের সাথে একীভূত করছে। এর মাধ্যমে তারা পেশাদার এবং নিয়োগকর্তাদের ব্যবসায়িক মূল্য এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি বাড়ানোর জন্য সর্বশেষ, যাচাইকৃত সেলসফোর্স দক্ষতা প্রদান করবে বলে জানা গেছে। সার্টিফিকেশন পরীক্ষার নিবন্ধন ২১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে শুরু হয়েছিল, যা একটি সুবিন্যস্ত সার্টিফিকেশন পথ, বিস্তৃত পরীক্ষার ক্যাটালগ এবং ফ্লেক্সিবেল ডেলিভারি বিকল্প প্রদান করে।

পিয়ারসন ভিইউই-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ গ্যারি গেটস বলেন, "আমাদের এই নতুন সার্টিফিকেশন অভিজ্ঞতা বিশ্ব জুড়ে পেশাদারদের ভবিষ্যতের জন্য একটি বিনিয়োগ, যা ক্যারিয়ারের অগ্রগতির সাথে সাংগঠনিক সাফল্যের সুযোগ প্রদান করে।"

পিয়ারসন ভিইউই তিনটি ফর্ম্যাটে পরীক্ষা দেওয়ার বিকল্প অফার করে, যার মধ্যে রয়েছে অনভিউয়ের মাধ্যমে অনলাইন প্রক্টরিং, বিশ্বব্যাপী পিয়ারসন ভিইউই টেস্ট সেন্টারে নিরাপদে পরীক্ষা এবং ইভেন্ট-ভিত্তিক পরীক্ষা, যার মাধ্যমে পেশাদাররা দূর থেকেই ব্যক্তিগতভাবে বা ক্লায়েন্ট ইভেন্টে পরীক্ষা দিতে পারবেন।

পিয়ারসনের ২০২৫ সালের আইটি সার্টিফিকেশন ক্যান্ডিডেট রিপোর্টে দেখা গেছে যে ৭০% এরও বেশি সার্টিফাইড পেশাদার দক্ষতা, উদ্ভাবন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন। ৬৩% সার্টিফিকেশন অর্জনের ফলে পদোন্নতি করেছেন। এটি পেশাদারদের প্ল্যাটফর্মের বিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং এর শক্তিশালী ক্ষমতা ব্যবহার করতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে।

জাওয়া ও ইয়েজদি মোটর সাইকেল এখন ২ লক্ষের নিচে

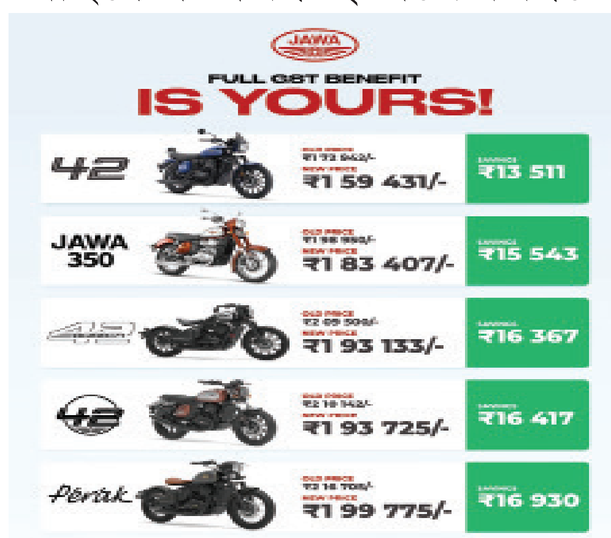

কলকাতা: ক্লাসিক লেজেন্ডস তাদের জাওয়া এবং ইয়েজদি মোটরসাইকেলের নতুন দাম ঘোষণা করেছে। জিএসটি ২.০ সংস্কারের পর বেশিরভাগ মডেল এখন ২ লক্ষ টাকার নিচে পাওয়া যাচ্ছে। কোম্পানিটি গ্রাহকদের ১০০% করের সুবিধা দিয়েছে। ৩৫০ সিসির কম মোটরসাইকেলের জন্য ১৮% GST হার কমেছে।

জাওয়া ইয়েজদি মোটরসাইকেলগুলিতে ২৯৩ সিসি এবং ৩৩৪ সিসি আলফা-২ লিকুইড-কুলড ইঞ্জিন রয়েছে, যার মধ্যে ২৯ পিএস এবং ৩০ এনএম টর্ক রয়েছে। ৪ বছর/৫০,০০০ কিলোমিটারের ওয়ারেন্টি পাওয়া যাচ্ছে। ভারত জুড়ে ৪৫০ টিরও বেশি বিক্রয় এবং পরিষেবা টাচপয়েন্ট চালু হয়েছে। জাওয়া ৪২ সিরিজের নতুন দাম হয়েছে ১,৫৯,৪৩১ টাকা; জাওয়া ৩৫০ এর দাম ১,৮৩,৪০৭ টাকা; ৪২ বব্বার পাওয়া যাচ্ছে ১,৯৩,৭২৫ টাকায়। পেরাক-এর দাম নতুন দাম রাখা হয়েছে ১,৯৯,৭৭৫ টাকা। ইয়েজদি সিরিজের রোডস্টারের নতুন দাম ১,৯৩,৫৬৫ টাকা; অ্যাডভেঞ্চার পাওয়া যাচ্ছে ১,৯৮,১১১ টাকায়; স্ক্র্যাম্বলারের নতুন দাম ১,৯৫,৩৪৫ টাকা।

যোগব্যায়াম ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসে অন্ত্র নিরাময় সুস্থ জীবনের গোপন চাবিকাঠি

আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রায়ই অবহেলিত অংশ হল অন্ত্র। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও আধুনিক যোগবিদ্যার মতে, অন্ত্রকে প্রায়ই 'দ্বিতীয় মস্তিষ্ক' বলা হয়। এটি শুধু পরিপাকেই নয়, মানসিক স্বাস্থ্যে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। সাম্প্রতিক এক আলোচনা সভায় হিমালয়ান সিদ্ধ অক্ষর, যোগ বিশেষজ্ঞ এবং লেখক, অন্ত্র-মনের সংযোগের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন, "অন্ত্র ঠিকভাবে কাজ করলে, মনও চাপমুক্ত থাকে। আর দুর্বল হজমশক্তি মানেই উদ্বেগ, ক্লান্তি এবং মানসিক ভারসাম্যের বিঘ্ন।"

যোগব্যায়াম: অন্ত্র সুস্থ রাখার প্রাকৃতিক উপায়

যোগব্যায়াম কেবল পেশি ও নমনীয়তার উন্নয়নে সীমাবদ্ধ নয়, এটি অন্ত্রের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোকেও সক্রিয় করে। কিছু নির্দিষ্ট আসন আছে যা হজম প্রক্রিয়া উন্নত করতে কার্যকর।

ক) পবনমুক্তাসন (বায়ু উপশমকারী ভঙ্গি): পেটে মৃদু চাপ সৃষ্টি করে গ্যাস ও ফোলাভাব দূর করে।

খ) অর্ধ মৎস্যেন্দ্রাসন (মোচড় দেওয়া আসন): যকৃত ও অগ্ন্যাশয়কে উদ্দীপিত করে, হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

গ) ভুজঙ্গাসন (কোবরা পোজ) : পাকস্থলীতে রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে অন্ত্রকে সক্রিয় রাখে।

ঘ) সেতুবন্ধাসন (ব্রিজ পোজ) : পেটের পেশি শিথিল করে এবং পরিপাকজনিত অস্বস্তি কমায়।

যোগব্যায়াম চর্চার সময় ধীরে ধীরে এবং গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই আসনগুলি করলে শরীর নিজেকে স্বাভাবিকভাবে নিরাময় করতে পারে।

পুষ্টিকর খাদ্য: রোগ নিরাময়ের চাবিকাঠি

অন্ত্র সুস্থ রাখতে শুধু যোগচর্চা যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে চাই সচেতন খাদ্যাভ্যাস। নিচের খাবারগুলো অন্ত্রের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

ক) ফল ও সবজি – ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও জল শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে এবং হজমে সাহায্য করে।

খ) গোটা শস্য – ওট, বাদামি চাল, বাজরা সহজে হজম হয় এবং অন্ত্রের গতি নিয়ন্ত্রণে রাখে।

গ) প্রোবায়োটিক খাবার – দই, কেফির এবং গাঁজানো খাবার অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়া যোগ করে।

ঘ) ভেষজ ও মশলা – আদা, জিরা, মৌরি, হলুদ প্রাকৃতিকভাবে হজমশক্তি বাড়ায় ও অস্বস্তি কমায়।

একটি সুস্থ অন্ত্র শরীরের প্রতিটি কোষে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যোগব্যায়াম ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস এই ভারসাম্য তৈরি করতে সাহায্য করে। এখন সময় এসেছে নিজের শরীর ও মনকে ভিতর থেকে সুস্থ রাখার। কারণ সুস্থ অন্ত্র মানেই একটি প্রাণবন্ত ও স্থিতিশীল জীবন।

সঠিক খাওয়া, দ্রুত বিবর্তন পুষ্টির নতুন সংজ্ঞা

বর্তমানে পুষ্টির ধারণায় বদল ঘটেছে। এখন আর শুধু ক্যালোরি কমানো বা ম্যাক্রো ট্র্যাকিংয়ের দিকে নজর নয়—বরং পুষ্টি এখন কোষীয় স্তরে শরীরকে কীভাবে জ্বালানি দেয়, তা বোঝার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এ.ভি.পি. নিউট্রিশনের ওয়েলনেস বিশেষজ্ঞ সোনিল খান্না-র কথায়, "পুষ্টির আসল উদ্দেশ্য হল কোষকে সঠিকভাবে কাজ করতে সহায়তা করা, শুধু ওজন কমানো নয়।" তিনি ব্যাখ্যা করেন, "মাইটোকন্ড্রিয়া—যা আমাদের কোষের শক্তিকেন্দ্র—এখন নিউট্রিশনের নতুন তারকা।"

কোষে শক্তি বাড়াতে খাবারই ওষুধ

ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড, বেরি, জলপাই, সবুজ চা, ম্যাচা এবং বারবেরাইন-এর মতো উপাদানগুলো মাইটোকন্ড্রিয়াল কার্যকারিতা উন্নত করে। এর ফলে পাওয়া যায় পরিষ্কার ও টেকসই শক্তি, কম রক্তে শর্করার ওঠানামা এবং স্বাস্থ্যকর বার্ধক্য।

অন্ত্র, মস্তিষ্ক ও ত্বকের সংযোগ

অন্ত্রের স্বাস্থ্য এখন আরও গভীরভাবে বোঝা হচ্ছে। কেবল ফাইবার খেলেই হবে না—দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় ফাইবারের ভারসাম্য রক্ষা করে শরীর স্বল্প-শৃঙ্খল ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে, যা প্রদাহ কমায় এবং কোলন কোষকে শক্তিশালী করে। বিভিন্ন ধরনের ডাল, বাজরা, ফল ও গোটা শস্য অন্ত্রের স্বাস্থ্য, রক্তে শর্করা, কোলেস্টেরল এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

প্রোটিন এখন শুধুমাত্র পরিমাণ নয়, বরং প্রসঙ্গ

খান্না বলেছেন, "আপনি কতটা প্রোটিন খেলেন তা নয়—কখন, কী ধরনের এবং কী উপাদানের সঙ্গে খান, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।" যেমন: ক) লিউসিন বা ভেলোসিটোল যুক্ত প্রোটিন পেশি গঠনে দ্বিগুণ কার্যকর। খ) কোলাজেন পেপটাইড টিস্যু মেরামতে সাহায্য করে। গ) ক্রিয়েটিন এখন কেবল পেশির জন্য নয়, বরং মস্তিষ্কের কার্যকারিতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট: সুস্থতার নীরব রক্ষাকর্তা

ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, দস্তা এবং ভিটামিন ডি—এগুলো শরীরের শত শত গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম্যাটিক ক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে। যেমন: গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ, মেজাজ স্থিতিশীলতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

চক্রাকার পুষ্টি ও উপবাস

চলমান স্ট্যাটিক ডায়েটের যুগ শেষ। এখন ট্রেন্ড হলো চক্রাকার পুষ্টি—যেখানে উপবাস ও পুনরায় খাওয়ার সময়সীমা ঠিক করে শরীরের অটোফাজি প্রক্রিয়াকে (কোষীয় পরিষ্কার প্রক্রিয়া) সক্রিয় করা হয়।

ব্যক্তিগতকরণই ভবিষ্যৎ

সেলিব্রিটি ডায়েটিশিয়ান সিমরত কাঠুরিয়া বলেন, "একই ডায়েট সবার জন্য কাজ করে না।"

ব্যক্তির অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম ও জিনগত গঠন বুঝে পুষ্টি পরিকল্পনা করলেই সবচেয়ে কার্যকর ফল পাওয়া যায়। প্রোটিন ও ফাইবারের সঠিক কম্বিনেশন রক্তে শর্করা স্থিতিশীল করে এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে।

পুষ্টি শুধু স্বাস্থ্য নয়, এটি দায়িত্ব

স্থানীয়, কম প্রক্রিয়াজাত খাবার বেছে নেওয়া এখন শুধু স্বাস্থ্যকর নয়, এটি পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পছন্দও বটে। রিয়া পাওয়ার এর কথায়, "২০২৫-এর পুষ্টি মানে হচ্ছে মৌলিক বিষয়গুলিকে ঠিকভাবে করা—সম্পূর্ণ প্রোটিন, পর্যাপ্ত ফাইবার এবং সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শরীরকে সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতায় রাখা।"

বর্তমানে স্বাস্থ্যকর খাবার মানে স্মার্ট, টেকসই এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক খাওয়া। এটি কোনও ট্রেন্ড নয়—বরং কোষীয় স্ব-যত্নের একটি রূপ। এখন পুষ্টি হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী বিপাকীয়, জ্ঞানীয় এবং ইমিউন স্বাস্থ্যের ভিত গড়ে তোলার পথ।

এই নবরাত্রিতে উপবাস-উপযোগী ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের চেষ্টা করুন

নবরাত্রি কাছে আসার সাথে সাথেই, ভারতের বিভিন্ন পরিবার উপবাসের প্রস্তুতি শুরু করে, যা ভক্তি ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহ্যের পাশাপাশি, সঠিক উপাদান দিয়ে তৈরি খাদ্যের সঙ্গে উপবাস করলে স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব। সবুদানা এবং ক্যালিফোর্নিয়া বাদামের মতো পুষ্টিকর উপাদানগুলি শক্তি বজায় রাখতে, হজমে সাহায্য করতে এবং নয় দিন ধরে সার্বিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়ক।

উপবাসকে আরও স্বাস্থ্যসম্মত করতে, ম্যাক্স হেলথকেয়ারের রিজিওনাল হেড – ডায়েটেটিকস, ঋতিকা সামাদ্দার, পুষ্টিকর উপাদান নিয়ে তার বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেন, যা কেবল ঐতিহ্যবাহী উপবাসের রীতিকে সম্মান করে না বরং আধুনিক পুষ্টিগত চাহিদার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি পরামর্শ দেন পরিশোধিত চিনি ও তেলযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে এবং প্রাকৃতিক, সম্পূর্ণ উপাদানগুলির উপর মনোযোগ দিতে, যা উপবাস চলাকালীন শক্তি ও সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখে।

নবরাত্রির স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর উপবাসের খাবারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কিছু উপাদান:

বাদাম – নিখুঁত সকালের নাস্তা

উপবাসের জন্য সবচেয়ে বেশি

সুপারিশকৃত উপাদানের মধ্যে বাদাম তার উঁচু পুষ্টি প্রোফাইলের জন্য আলাদা। এটি প্রাকৃতিক প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর চর্বি, ভিটামিন ই এবং ম্যাগনেসিয়াম সরবরাহ করে—যা আপনাকে দীর্ঘ সময় তৃপ্ত রাখে, হৃদয়ের স্বাস্থ্য সমর্থন করে এবং উপবাস চলাকালীন শক্তি বৃদ্ধি করে। এই সুবিধাগুলি সর্বাধিক ব্যবহার করতে, দিনের শুরুতে কিছু ভিজানো ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম খান।

সবুদানা – ঐতিহ্যবাহী শক্তিবর্ধক

নবরাত্রি সবুদানা খিচুড়ি ছাড়া অসম্পূর্ণ। সবুদানা হজমের জন্য সহজ এবং সহজে হজমযোগ্য কার্বোহাইড্রেটে সমৃদ্ধ, যা দ্রুত শক্তি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত। একটি লেবুর ছোঁয়া যোগ করলে সতেজতা বাড়ে। খাবারের পর ক্লান্তি অনুভব এড়াতে, পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

কুট্টু আটা – পুষ্টিতে সমৃদ্ধ

কুট্টু আটা নবরাত্রির স্টেপল, প্যানকেক, চিলা এবং অন্যান্য উপবাস-বান্ধব খাবারের জন্য আদর্শ। পরিশোধিত আটার তুলনায়, এটি গ্লুটেন-মুক্ত এবং ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ। এটি হজমে সহায়তা করে এবং দীর্ঘ সময় ধরে শক্তি দেয়।

সামাক চাউল – হালকা ও পুষ্টিকর বিকল্প

আপনি কি সাধারণ চাউল মিস করছেন? বার্নইয়ার্ড মিলেট বা সামাক একটি চমৎকার বিকল্প। এটি কম ক্যালোরি, B-কমপ্লেক্স ভিটামিনে সমৃদ্ধ এবং কম চর্বিযুক্ত। সামাক আপনার উপবাসের খাবারে ভার ন্যূনতম রেখে আরাম দেয়, পোলাও বা খীর হিসেবে প্রস্তুত করলেও।

এই নবরাত্রিতে, আপনার থালায় পরম্পরা এবং সচেতন খাবারের ভারসাম্য রাখুন, যাতে নয় দিন ধরে শক্তি ও উদ্দীপনা বজায় থাকে। সঠিক নির্বাচন করলে, উপবাস কেবল ধর্মীয় অভ্যাস নয়, এটি শরীরের যত্ন নেওয়া এবং স্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস তৈরি করার সুযোগও, যা উৎসবের পরেও অনুসরণযোগ্য।

মায়ের আগমনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত প্রতিমাশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

রাজগঞ্জ: পুজোর বাকি আর মাত্র কয়েক দিন। প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে রাজগঞ্জ, শিলিগুড়ি ও আশপাশের অঞ্চলের প্রতিমাশিল্পীরা। গ্রামবাংলার অন্দরের অলিগলি জুড়ে এখন শুধুই খড়, মাটি, বাঁশ ও রঙের ব্যস্ততা। শিল্পীদের নিপুণ হাতে প্রতিমার কাঠামোতে প্রাণ পাচ্ছেন দেবী দুর্গা।

রাজগঞ্জের ফাটাপুকুর, শিলিগুড়ির কুমোরটুলি ও পালপাড়া— সর্বত্র এখন দিনরাত এক করে প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে। শিল্পীদের কথায়, "বছরের অন্য সময়টায় কাজ তেমন থাকে না। কিন্তু দুর্গাপুজো এলে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসে।" এই প্রতিমাগুলি রাজগঞ্জ ছাড়াও বেলাকোবা, আমবাড়ি ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে পাঠানো হবে বলে জানান তাঁরা।

তবে আনন্দের মাঝে রয়েছে একাধিক চিন্তাও। শিল্পীরা জানাচ্ছেন, মাটি, খড়, বাঁশ, রং— সবকিছুর দামই গত কয়েক বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। সঙ্গে শ্রমিকদের মজুরিও বেড়েছে। অথচ সেই অনুপাতে প্রতিমার দাম বাড়ছে না, ফলে লাভের অঙ্ক নেহাতই কম।

শিল্পীদের আক্ষেপ, "প্রতিমা তৈরির খরচ দিন দিন বাড়লেও, ক্রেতারা সেই অনুযায়ী দাম দিতে চান না। ফলে লাভ তো হয়ই না, অনেকসময় খরচ ওঠানোও মুশকিল হয়।"

তবুও নিরাশ নন তাঁরা। প্রতিমা তৈরি শিল্প নয়, এ এক বিশ্বাসের প্রকাশ— এমনটাই মত বহু পুরনো প্রতিমাশিল্পী শিবু পাল-এর। তাঁর কথায়, "প্রতিমা গড়ার সময় আমরা আর হিসেব করি না। মায়ের চোখ আঁকতে আঁকতেই যেন সমস্ত কষ্ট ভুলে যাই।"

সেই অদৃশ্য টানেই আবারও দুর্গা প্রতিমার প্রতিটি মূর্তিতে প্রাণ দিচ্ছেন এই শিল্পীরা। খড়ের কাঠামোতে মাটির প্রলেপ পড়ছে, তুলির ছোঁয়ায় ফুটে উঠছে দেবীর মুখাবয়ব। সংস্কৃতি, শিল্প আর বিশ্বাসের এক মেলবন্ধনে তৈরি হচ্ছে আগমনী বার্তা।

বিদ্যালয় পরিদর্শনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: সিতাইয়ের চকিয়া পাড়া স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও সার্বিক পরিবেশ খতিয়ে দেখতে ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুপুরে বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলেন সিতাই বিধায়ক সংগিতা রায়। বিদ্যালয়ে পৌঁছানোর পর শিক্ষক-কর্মচারী ও স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

বিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করেই একে একে বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ ঘুরে দেখেন বিধায়ক। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের পড়াশোনার খোঁজখবর নেন এবং শিক্ষার প্রতি তাদের মনোভাব জানতে চেষ্টা করেন। বিধায়কের সহজ-সরল ব্যবহার ও শিশুদের সঙ্গে আন্তরিক যোগাযোগে খুশি হয়ে ওঠে ছোট্ট পড়ুয়ারা।

বিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "এই এলাকার শিশুদের অনেকেই দরিদ্র পরিবারের। তারা আপনাদের ওপর নির্ভর করেই নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে চায়। তাই আপনাদের আরও আন্তরিক হয়ে শিক্ষাদান করতে হবে। রাজ্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রতিটি শিশুর কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে সরকারের একাধিক পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। সেই প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে আপনাদের নিষ্ঠা ও যত্ন অপরিহার্য।"

বিধায়ক আরও জানান, প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তানদের উন্নত শিক্ষার সুযোগ করে দিতেই সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বিদ্যালয়ের যে কোনও প্রয়োজন বা সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাসও দেন তিনি।

পুজোর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন পুলিশ কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: দুর্গাপূজার বাকি আর মাত্র কয়েকদিন। শহরজুড়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে পুজোর প্রস্তুতি। যদিও টানা বর্ষণে প্যান্ডেল তৈরির কাজে কিছুটা মন্থরতা এসেছে, তবুও উৎসবের উন্মাদনায় এতটুকুও ভাটা পড়েনি। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও আগমনী সুরে মেতে উঠেছে শহর।

এই প্রেক্ষিতে ১৫ সেপ্টেম্বর সোমবার শিলিগুড়ির একাধিক নামী পুজো মণ্ডপ পরিদর্শনে যান শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি. সুধাকর। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং পুজো উদ্যোক্তারা সমস্ত সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলছেন কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই পরিদর্শন।

শহরের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুজো প্যান্ডেল ঘুরে দেখেন পুলিশ কমিশনার। মণ্ডপগুলির গঠন, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা, জরুরি নির্গমন পথ ইত্যাদি বিষয়েও খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করেন তিনি।

১১৩ বছর বয়সে অন্নপ্রাশন বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিবেদন

হলদিবাড়ি: বয়স ১১৩ বছর। তবুও জীবন যেন এখনও হাসে তাঁর মুখে। আর সেই হাসির কারণ—নতুন করে মুখে গজানো দাঁত! তাই ফের একবার অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান! ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি ব্লকের দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফিরিঙ্গিরডাঙ্গা বড় কুড়ারপাড় গ্রামে। বৃদ্ধের নাম নৃপেন্দ্রনাথ বর্মণ।

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি নৃপেন্দ্রনাথবাবুর মুখে নতুন করে তিনটি দাঁত গজিয়েছে। বয়সের এই প্রান্তে দাঁড়িয়ে এমন ঘটনায় খুশির জোয়ার বয়ে গিয়েছে পরিবারে। আর সেই আনন্দকে আরও স্পেশাল করে তুলতেই নাতি-নাতনিরা আয়োজন করেছেন এক বিশেষ অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান।

এ যেন শুধুই পারিবারিক আয়োজন নয়, রীতিমতো সামাজিক উৎসব। বাড়ির উঠোনে তৈরি করা হয় বিশাল প্যান্ডেল। উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৪০০ জন নিমন্ত্রিত—আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে পাড়াপ্রতিবেশী, সকলেই। বাদ যায়নি ব্যান্ডপার্টি, ডিজে সহ নানা রকম সাংস্কৃতিক আয়োজনও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হলদিবাড়ির বিডিও রেনজি লামো শেরপা এবং বিএসএফের ১৩০ নম্বর ব্যাটালিয়নের ডাঙ্গাপাড়ার বিওপি কমান্ডান্ট আকাশ দে।

প্রসঙ্গত, ১১৩ বছর বয়সে দাঁত গজানোকে যদিও বিস্ময়কর মনে হচ্ছে অনেকের কাছে, তবে দন্ত চিকিৎসকদের মতে, এটি একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। একে বলা হয় 'সুপারনিউমেরারি টুথ', অর্থাৎ বাড়তি দাঁত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাড়ি শুকিয়ে দাঁত পড়ে গেলেও কিছু দাঁতের অঙ্কুর থেকে যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেই অঙ্কুর থেকে দীর্ঘ সময় পরেও নতুন দাঁত গজাতে পারে।

নৃপেন্দ্রনাথবাবুর পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, দাদুর বয়স ১১৩ বছর। তাঁর তিন ছেলে ও চার মেয়ে রয়েছে। বয়সের ভারে তিনি হাঁটাচলা করতে পারেন না ঠিকই, কিন্তু পরিবারের এই আয়োজন তাঁকে প্রাণচঞ্চল করে তুলেছে।

ই-রিকশা ইউনিয়নের অনন্য উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: শ্রমজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্বকর্মা পুজো এবার শিলিগুড়িতে পেল এক অভিনব রূপ। দার্জিলিং জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের অন্তর্গত শিলিগুড়ি বৃহত্তর ই-রিকশা ইউনিয়ন শুধুমাত্র পুজো-অর্চনার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজসেবার মধ্য দিয়েই পুজোর সূচনা করেছে।

শহরের অরবিন্দ পল্লীতে বিশাল আকৃতির প্রতিমা ও সুসজ্জিত প্যান্ডেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নজর কাড়ছে একাধিক সমাজসেবামূলক কর্মসূচি। আয়োজন করা হয়েছে রক্তদান শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, স্বাস্থ্য শিবির সহ বস্ত্র বিতরণেরও ব্যবস্থা।

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুজোর ঠিক আগের ১৫ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকেই এই মানবিক কর্মসূচি শুরু হয়েছে এবং তা চলবে পুরো পুজো উৎসবজুড়েই। সংগঠনের সভাপতি রাকেশ পাল এক বিবৃতিতে বলেন, "সমাজসেবা সংগঠনের মূল লক্ষ্য। বিশ্বকর্মা পুজোর সঙ্গে সমাজসেবাকে যুক্ত করতে পারা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। বিশেষ করে রক্তদান শিবিরে ই-রিকশা চালকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সত্যিই প্রশংসনীয়।" তিনি আরও জানান, এ বছর রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৪০০ ইউনিট, যা গতবারের তুলনায় অনেক বেশি।

গণতন্ত্র রক্ষায় স্বাক্ষর অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: অখণ্ড কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) নির্দেশ মেনে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ১৫ সেপ্টেম্বর সোমবার এক বৃহৎ স্বাক্ষর অভিযানের আয়োজন করা হয়। গণতন্ত্র রক্ষার অঙ্গীকারে আয়োজিত এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় শিলিগুড়ির ভেনাস মোড় সংলগ্ন এইচ.সি. রোডে অবস্থিত বিধান ভবনে, জেলা কংগ্রেস অফিসে।

জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসআইআর এবং বিজেপি-নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন কমিশন যৌথভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আঘাত করছে। তাঁদের দাবি, প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক কাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টি করে একটি পক্ষ বিশেষকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এর প্রতিবাদেই এই স্বাক্ষর অভিযান শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে জেলা কংগ্রেস কমিটির বহু নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন। দলীয় পতাকা ও ব্যানার হাতে নিয়ে তাঁরা গণতন্ত্র রক্ষার শপথ গ্রহণ করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই অভিযান একদিনের নয়— ভবিষ্যতেও গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন জারি থাকবে।

ফের চুরির ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: ক্যান্সারে আক্রান্ত মায়ের চিকিৎসার জন্য রাজস্থানে গিয়েছিলেন ছেলে। প্রায় তিন মাস ধরে ফাঁকা ছিল শিলিগুড়ির উত্তর একটিয়াশালের খাইখাই বাজার সংলগ্ন প্রতীক পারিখের বাড়ি। আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে চুরির ঘটনা ঘটাল দুষ্কৃতীরা। বাড়ির তালা ভেঙে নিয়ে গেল সোনা-রুপোর গয়না এবং নগদ অর্থ।

জানা গিয়েছে, রাজস্থানে যাওয়ার আগে বাড়ির চাবি কাছেই থাকা এক আত্মীয়ের কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন প্রতীক, যাতে প্রতিদিন অন্তত দু'বেলা বাড়ির আলো জ্বালানো যায়। নিয়ম মেনেই চলছিল সেই কাজ। প্রতিদিন নরেন্দ্র পারিখ বা তাঁর পরিবারের কেউ একজন এসে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেতেন। তবে গত ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা থেকে প্রবল বৃষ্টির কারণে কেউই আসতে পারেননি।

পরদিন, অর্থাৎ রবিবার সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বালাতে এসে দেখা যায় বাড়ির গেটের তালা ভাঙা। ঘরে ঢুকতেই দেখা যায় ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আলমারির লকার ভাঙা, টাকা রাখার জায়গা তছনছ। খবর দেওয়া হয় প্রতীক পারিখকে। তিনি জানান, ঘরের ভেতরে থাকা সোনা, রুপোর গয়না এবং বেশ কিছু নগদ টাকা চুরি গিয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, চোরেরা ঠাকুর ঘরেও ঢুকে মাদক জাতীয় দ্রব্য সেবন করেছে।

ঘটনার পরেই ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96